www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১৯ জ্যৈষ্ঠ – ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ ঃ ৩ জুন – ৯ জুন, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 32, 3 June - 9 June, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

মহিলারা মন্তেসরি, প্রি–প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা–১২৪
ফোন : ২৫৫২–০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রকাশ্যে পশু হত্যা বন্ধ হয়েছিল আগেই। এবার

যত্রতত্র প্রকাশ্যে জবাইয়ের উদ্দেশ্যে গবাদি পশু কেনাবেচা নিষিদ্ধ করল কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে গরু বাছুর বলদ, ষাঁড়, মোষ ও উট কেনাবেচা বন্ধ হবে দেশে। যদিও মোষকে এই তালিকা থেকে ছাড় দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

রবিবার : ভারতবর্ষেও ছড়াচ্ছে জিকা ভাইরাস আতঙ্ক। আমেদাবাদে

এক গর্ভবতী মহিলা সহ তিনজন জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন। এখন পর্যন্ত মশাবাহিত এই রোগের টিকা বা কোনও ওষুধ বেরোয়নি। যদিও চিকিৎকরা জানিয়েছেন তিনজনই আপাতত বিপদমুক্ত।

সোমবার : অবশেষে কাঠমান্ডুতে নামিয়ে আনা হল

দুই পর্বতারোহী গৌতম ঘোষ এবং পরেশ নাথের নিথর দেহ। বৃহস্পতিবার আনা হয় কলকাতায়। পৃথিবীর উচ্চশিখরের অভিজ্ঞতা শোনা হল না গৌতম ও পরেশের মুখ থেকে।

মঙ্গলবার : অরুণাচল জ্বালা মিটছে না চিনের। অসম–অরুণাচলকে

জুড়তে মহা সেতুর উদ্বোধন করার পরেই ক্ষোভ জানাল বেজিং। সীমান্ত সমস্যার সমাধান না হলে নাকি ভারতের মাটিতে প্রকল্প নেওয়া যাবে না। যুক্তি শুনে হাসছে সবাই।

বুধবার : সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর সবচেয়ে প্রথম সম্মতি জানানো

পশ্চিমবঙ্গ বেঁকে বসেছে এখন। তারা নাকি জিএসটি চালু করতে তৈরি নয়। সব রাজ্য প্রস্তুতি সেরে ফেললেও এ রাজ্য পিছিয়ে পড়েছে। বাঙালি ওয়ার্ক কালচার।

বৃহস্পতিবার : নোট বাতিলের জেরে নাকি জিডিপি কমেছে

দেশের। চিনের কাছে নাকি শিরোপা হারিয়েছে ভারত। নোটবাতিলের জেরে যে ভারতে কালো টাকা মুদ্রাস্ফীতি কমেছে তা কি চিনের জ্বালা ধরাচ্ছে। অর্থনীতি সাফ করতে বৃদ্ধি কমতেই পারে। আগামী বছরে ফের বাড়বে নিশ্চয়ই।

শুক্রবার : এডুকেশন হাব। তাই কলেজ স্কোয়ারে মিটিং

মিছিল বন্ধ। হুগলির প্রশাসনিক বৈঠকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে। আবার মুখ্যমন্ত্রী বার বার চেঁচালেও ঘুষ খাওয়া বন্ধ করতে আগ্রহী নয় পুলিশ।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

এখনও চলছে গরু পাচার

প্রশাসনিক নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল

অরিন্দম রায়চৌধুরী : সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে একটা সময় ছিল গরু পাচারের রমরমা। বিগত বাম আমল থেকেই যা চলে আসছিল বহাল তবিয়তে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিবর্তনের সরকার বা মা মাটি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১১ সালে। এই সরকারের প্রথম ইনিংসেও গরু পাচারের রমরমা ছিল অব্যাহত। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই গরুপাচার রোধের জন্য উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশকে নির্দেশিকা জারি করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তাকে গোটা জেলা জুড়ে ছড়িয়ে দিতে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশ তৎপর হয়। জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় গরু পাচার বন্ধ করাকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন। জেলা পুলিশের উদ্যোগে সীমান্তবর্তী সমস্ত থানা এলাকায় গরু পাচার বন্ধের জন্য মানুষকে সচেতন করতে মাইকিং প্রচার থেকে গ্রামের মানুষকে বোঝানো, সবই করা হয়। এমনকি পাচারকারীদের গ্রেফতারেও উদ্যোগী হয় পুলিশ। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ প্রশাসনের এহেন চ্যালেঞ্জকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গরু পাচার চলছে বনগাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ ও মিনাখাঁ থানা এলাকায়, বলে সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে। বনগাঁ থানা এলাকায় উনাই গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, 'এই গ্রামের বাসিন্দা বিকাশ ঠাকুরের বাড়িতে প্রতিদিন ট্রাকে ভর্তি করে গরু আনা হয়। তারপর হাঁটতে হাঁটতে জোড়া ব্রিজ দিয়ে সোজা বাংলাদেশ।' কালপুরের বাসিন্দা স্বপন দেবনাথ বলেন, 'গরু পাচার আমাদের এখানে নিত্যদিনের ঘটনা। এর কারণে এই এলাকায় প্রচুর দুর্ঘটনাও ঘটেছে। পুলিশকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি।' তবে গরু পাচার বন্ধে বনগাঁ থানার ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় মানুষ। অন্যদিকে হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকা নদীমাতৃক হওয়ার কারণে পাচারকারীদের কাছে একপ্রকার স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে নদীপথে ভুটভুটি করে ঢুকে পড়ছে শয়ে শয়ে গরু। হিঙ্গলগঞ্জ থানার সান্ডেল বিলের বাসিন্দা তারক লস্কর বলেন, 'এলাকায় গরু পাচার তো চলছেই। এমন কি পাচারকারীরাও থানা এলাকার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুক ফুলিয়ে। পুলিশ সব জেনেও তাদের গ্রেফতার করছে না।' সাহেবখালি এলাকার বাসিন্দা আশরাফ বিশ্বাস বলেন, 'থানার ওসি সবই জানেন। কারণ এই এলাকারই বাসিন্দা ও এই থানাতে কর্মরত এক হোমগার্ড সব ডিউটি ছেড়ে গরু পাচারে মন দিয়েছেন।' আর মিনাখাঁ থানা এলাকার মালঞ্চ সেতুর উপর দিয়ে প্রতি রাতে ট্রাক ভর্তি গরু পাচার হচ্ছে। তাও আবার পুলিশি প্রহরা চলাকালীনই। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনুরোধও জানানো হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সরকার নির্দেশিকা অনুযায়ী গরু পাচার বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সমস্ত থানা এলাকায় জন সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পাচারকারীদের গ্রেফতার করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।' খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'জেলা জুড়ে গরু পাচার বন্ধ করতে পুলিশ সুপার প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

মোদী ফেস্ট

বিজেপি সরকারের ৩ বছর পূর্তিতে দেশ জুড়ে চলছে 'মোদী ফেস্ট'। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের চিত্রালয় মেলাপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ফেস্টের সূচনা করলেন ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস (ডান দিক থেকে তৃতীয়) **ছবি:পিআইবি**

সাংসদ ঋতব্রত বহিষ্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুঃসময় আর পিছু ছাড়ছে না সিপিএমের। একের পর এক নির্বাচনে হেরে পিছনের সারিতে চলে যাওয়া শিবিরে এবার 'লাইফ স্টাইল' নিয়ে বিবাদ বাধলো। কেতাদুরস্ত জীবনযাপন, দামি জিনিস ব্যবহার করা ইত্যাদির অভিযোগে শুক্রবার সিপিএমের রাজ্যকমিটির বৈঠকের পর দলের রাজ্যসভা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩ মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হল। শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে এ কথা জানান দলের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। প্রসঙ্গত, ঋতব্রতর বড়লোকি জীবনযাত্রা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জোর কদমে চর্চা চলছিল মেহনতি মানুষের পার্টি বলে পরিচিত সিপিএম দলে। শেষ পর্যন্ত তারা কোনও ব্যবস্থা এই সাংসদের বিরুদ্ধে নিতে পারবেন কি না তা নিয়ে উঠছিল প্রশ্ন। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার ঋতব্রতর সাসপেন্ড হওয়ার খবর আনুষ্ঠানিক ভাবে জানালো আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। সিপিএম দলের সাংসদকে এভাবে বহিষ্কার করার পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সারদা ও নারদ ইস্যুতে নাম জড়ানো শাসক দলের নেতানেত্রীদের ব্যাপারে। সিপিএমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তৃণমূল নেতৃত্ব তাদের দুর্নীতিগ্রস্থ নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে তা রাজ্য রাজনীতিতে আলাদা তাৎপর্য লাভ করবে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ক্রাইমে মুখ দেখাদেখি নয় : পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রী

কুনাল মালিক, পৈলান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি দফতর ধরে ধরে কাজের খতিয়ান জানতে চাইলেন সরকারি আধিকারিকদের কাছে। আধিকারিকদের কোনও

'অজুহাত'কেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী পাত্তা দেননি। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা 'কাজ চাই'। প্রথমেই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বেসরকারী নার্সিংহোমের মালিকদের বলেন, ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিস্টমেন্টকে মানতে হবে। চিকিৎসাকে সেবা হিসাবে নিতে হবে। নার্সিংহোমের মালিকরা গ্রামীণ ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মকানুনের শিথিলতার দাবি করেন। মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে স্থায়িত্ব দেন। ডায়মন্ড হারবার, মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার পরিষেবার ব্যাপারে অভিযোগ উঠছে কেন জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে আগামী দিনে বারুইপুরের পদ্মপুকুর এলাকায় জমি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১০০ দিনের কাজের খতিয়ানে ক্ষোভ প্রকাশ করে কৈফিয়ৎ চান জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাওয়ের কাছে। ১০০ দিনের কাজে ৫০ দিন গড় নেমে ৪৫ দিন হয়েছে। বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং–১, ক্যানিং–২, ভাঙড়, ডায়মন্ড হারবার–১ ও ২ ব্লকের বিডিওদের দাঁড় করিয়ে কৈফিয়ৎ চান কেন তাদের 'পারফরমেন্স' এত খারাপ? থানার আইসি, বিডিও, এসডিওদের বলেন অযথা মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখবেন না। মনে রাখবেন আপনারা 'পাবলিক সারভেন্ট'।

এরপর খোঁজ নেন কিষাণ বাজার, কবিতীর্থ, গতিধারা, পথসাথী প্রকল্প সম্পর্কে। কাজের গতি মঞ্জুর হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের আরও 'অ্যাকটিভ' হতে বলেন। তিনি সাফ জানিয়ে দেন যে সব নদীতে ভুটভুটি চলে তাদের অবশ্যই যাত্রীদের জন্য 'লাইফ জ্যাকেট' রাখতে হবে। তিনি বলেন ভাঙড়ে অনেক ঘরে বেআইনি অস্ত্র মজুত আছে। ক্যানিং, বাসন্তী সহ গোটা বিষ্ণুপুর এলাকায় দাগী গুন্ডারা আছে। পুলিশের উদ্দেশ্যে বলেন, মনে রাখবেন ক্রাইম ইজ ক্রাইম। এ ব্যাপারে কোনও মুখ দেখাদেখি করবেন না। দাঙ্গাকে প্রশ্রয় দেবেন না। দাঙ্গা হলে দুপক্ষকে ধরে পিটিয়ে দেবেন। এরপর তিনি বিভিন্ন বিধায়কদের কাছে কি সমস্যা আছে জানতে চান। বিধায়কদের সমস্যা নোট করে নিতে বলেন সরকারি আধিকারিকদের। এদিন এ ব্যাপারে কার্যত কল্পতরু হয়ে উঠেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সমস্যা শুনেই বলে দেন 'হয়ে যাবে'। এরপর যাদবপুর ও ডায়মন্ডহারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নানা সমস্যা কথা শোনেন এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। **ছবি : অরুণ লোধ**

রাজ্যে প্রথম ঝুলন্ত রেলওয়ে সেতু শেষের মুখে

মলয় সুর, বর্ধমান : পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ঝুলন্ত রেলওয়ে সেতু তৈরি হচ্ছে বর্ধমানে। দেশীয় ও বিদেশি প্রযুক্তির মেলবন্ধনে তৈরি ঝুলন্ত সেতুর কাজ এবছরই অক্টোবর মাসে শেষ হওয়ার কথা। বিদ্যাসাগর সেতুর আদলে তৈরি হয়েছে দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু। ১৯৯৬ সালে এই সেতুটির অনুমোদন দেয় ভারতীয় রেল। তারপর দীর্ঘ টালবাহানার পর বিগত দু'বছর আগে বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে তৈরি হচ্ছে উড়ালপুল। এটি তৈরি করতে আনুমানিক ২৬৫ কোটি টাকা খরচ হবে। এর মধ্যে রেল দিয়েছে ১৪২ কোটি টাকা এবং সেতুর দুপাশে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করতে রাজ্য দিয়েছে ১৪৪ কোটি টাকা। পুরো সেতুর কাজ করছে রেল বিকাশ নিগম। রেল লাইনের উপর দিয়ে এই ব্রিজটির দৈর্ঘ্য ১৮৮.৪৩ মিটার। রেলপথ থেকে এর উচ্চতা প্রায় সাড়ে ৬ মিটার। রেল বিকাশ নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সেতু তৈরিতে একটি ফরাসি সংস্থা কেবল মনিটারিংয়ের কাজ করেছে। আবার অন্য আর একটি সংস্থা সেই কেবলে অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক সেন্সর লাগিয়েছে যার সাহায্যে শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কেবলের অবস্থা চিহ্নিত করবে। কেবলের কোথাও বিন্দুমাত্র বিচ্যুত দেখা দিলেও

তা সঙ্গে সঙ্গে রোকা যাবে ওই সেন্সরের মাধ্যমে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে পুরানো সেতুটি জীর্ণ হয়ে পড়ায় তা দিয়ে বহু বছর আগেই ভারি যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। তখনই নতুন সেতুর পরিকল্পনা। সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করতে দু'দিকেই বহু রেল কোয়ার্টার ভেঙে ফেলা হয়েছে। পুরো প্রকল্পটাই রেলের জায়গার উপর হচ্ছে। রেল আবাসন ভাঙার জন্য অবশ্য রাজ্য সরকার তার খরচ বহন করেছে। বর্ধমান স্টেশনের দু'পাশেই এখন অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ চলছে। জিটি রোডের দিকে সেই ফ্লাইওভারের একটি অংশ নামবে তিন কোনিয়া গুরুদ্বারের কাছে। আর একটি অংশ পশ্চিমে পেট্রল পাম্পের কাছে। উত্তর দিকে অ্যাপ্রোচ রোডের একটি কালনা রোডে বর্ধমান ভবনের কাছে আর একটি অংশ কাটোয়া রোডে। বর্ধমানের স্টেশন ম্যানেজার স্বপনকুমার অধিকারি বলেন, এই কাজ শেষ হয়ে গেলে গোটা স্টেশন এলাকার চেহারা বদলে যাবে। শুধু যানজটের নিরসন হবে না। এলাকটিও দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠবে। নতুন রেলওয়ে ওভারব্রিজের জন্য অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির কাজে সহযোগিতা করলেন প্রায় শতাধিক দোকানদার। রেলওয়ে ওভারব্রিজের রাস্তায় দু'ধারে গড়ে ওঠা দোকানগুলির মালিকরা দোকান ভেঙে মালপত্র সরিয়ে নেন। তাই হকাররা ঘোষণা করেন, উন্নয়নের কাজে কোনও বাধা সৃষ্টি করব না। আমরা ব্রিজের কাজে সহযোগিতা করেছি। প্রয়োজনে আরও দোকান সরিয়ে নেওয়া হবে। তবে সেতুর নিচে কোনও ভাবেই জবর দখল না হয়ে যায়। তাহলে এই সেতুর সৌন্দর্য নষ্ট হবে।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

এবার অমিশন

অনেক হয়েছে, আর নয়। তিন তিনটে কমিটি–কমিশন করেও প্রমাণ করা গেল না নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু। ১৯৫৬ সালে পন্ডিত নেহেরু গড়লেন তিন সদস্যের শাহনওয়াজ কমিটি। আহা! কি আনন্দ! কমিটি রিপোর্টে বলে দিল ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্টের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে নেতাজির। কিন্তু কি জ্বালা! অস্বচ্ছতার অভিযোগে জনগণের চাপে এমন একটা সাধের রিপোর্টকেও গ্রহণ করা গেল না। রহস্য আরও ঘনীভূত হল। এরপর অনেক জল গড়িয়ে মসনদে এবার নেহেরু কন্যা ইন্দিরা। এশিয়ার মুক্তি সূর্য ইন্দিরা গান্ধি। ফের নেতাজি রহস্যভেদের চেষ্টা শুরু। ১৯৭০ সালে

নেতাজি রহস্য

ডিসেম্বর ২০১৬

F. No. 11012/2016-Cdn
Government of India
Ministry of Home Affairs
IS-II Division
***

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, dated 01.12.2016

To
Smt. Rajyashree Chaudhuri,
P 65, Lake View Road,
Kolkata,
West Bengal-700029.

Subject: Public Grievances – Reg.

Sir,

Please refer to your following online Grievances:

Sl. No.	Registration No.	Date
1.	PMOPG/E/2016/0300137	18.08.2016
2.	PMOPG/D/2016/0242234	26.08.2016
3.	PMOPG/D/2016/0242253	26.08.2016
4.	PMOPG/D/2016/0242190	26.08.2016
5.	PMOPG/D/2016/0287471	03.10.2016
6.	PMOPG/D/2016/0287485	03.10.2016
7.	PMOPG/D/2016/0287475	03.10.2016

With regard to your grievance regarding deletion of records from Government documents, history books information of alleged death of Netaji Subhash Chandra Bose in an air crash on 18.08.2016, it is intimated that Govt. of India had constituted three committee/ commissions namely Shah Nawaz Committee, Khosla Commission and Mukherjee Commission. These Committee/commissions were constituted to inquire into the death/ disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose. Shah Nawaz Committee and Khosla Commission concluded that Netaji died in the plane crash at Taihoku on 18th August, 1945, he was cremated in the Taihoku Crematorium and his ashes were taken to Tokyo and preserved in the Renkoji Temple there. Justice Mukherjee Commission, however concluded that Netaji is dead, but he did not die in the plane crash and that the ashes in the Renkoji temple are not of Netaji. The answer to the question whether he has died in any other manner at any other place, if so when and how; the Mukherjee commission concluded that in the absence of any clinching evidence a positive answer cannot be given. These findings of Justice Mukherjee Commission were not accepted by the Government.

2. Since sufficient efforts have been made to unravel the mystery of death/disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose, it does not seem appropriate to conduct a fresh enquiry in this matter.

গঠিত হল এক সদস্যের খোসলা কমিশন। কি আশ্চর্য এই কমিশনও জানিয়ে দিল সেই একই তত্ত্ব। ১৯৪৫–এর বিমান দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু হয়েছে নেতাজির। হৈহৈ করে উঠলেন গবেষকরা। একের পর এক তথ্য আছড়ে পড়ল দিল্লিতে। তীরে এসে তরী ডুবল। খোসলা কমিশনের রিপোর্টও গৃহীত হল না সংসদে। মাঠে মারা গেল সব চেষ্টা। এরপর দীর্ঘ নীরবতা। মসনদ থেকে কংগ্রেসের বিদায়। ক্ষমতায় এল অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। ফের শোরগোল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নেতাজি মৃত্যু রহস্যভেদ করতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে গঠিত হল মুখোপাধ্যায় কমিশন। আশা জাগল এবার হয়তো কিছু হবে। কিন্তু দীর্ঘ

মে ২০১৭

https://rtionline.gov.in/request

Enter Registration Number	MHOME/R/2017/50894
Name	Sayak Sen
Date of filing	04/04/2017
Public Authority	Ministry of Home Affairs
Status	REQUEST DISPOSED OF
Date of action	30/05/2017

Reply :- Some information about Gumanmi Baba and Bhagwanji is available in Mukherjee Commission s Report on pg-114-122. This report is available at mha.nic.in. Mukherjee Commission had come to the conclusion that Gumanami Baba/Bhagwanji was not Netaji Subhash Chandra Bose.

Ministry of Home Affairs has declassified all the available (37) files relating to Netaji Subhash Chandra Bose.

After considering the reports of Shah Nawaz Committee, Justice G.D. Khosla Commission and Justice Mukherjee Commission of Enquiry, the Government has come to the conclusion that Netaji had died in the plane crash on 18.08.1945

CPIO Details :-	MAHENDER KUMAR, DS(SECURITY) Phone:
First Appellate Authority Details :-	AJAY RAMESH SULE(IS-II)(Addl. Charge) Phone: 23438050
Nodal Officer Details :-	
Telephone Number	23093178
Email Id	jsadmin-mha@nic.in

Print RTI Application | Print Status | Go Back

Home | National Portal of India | Complaint & Second Appeal to CIC | FAQ
Copyright © 2013. All rights reserved. Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, New Delhi

টালবাহানার পর মুখোপাধ্যায় কমিশনের রিপোর্ট বেরোল ২০০৫ সালে। ইতিমধ্যে বাজপেয়ী বিদায় নিয়েছেন। ফের কংগ্রেস সরকার মসনদে। সব রাজনীতিকদের চমকে দিয়ে মুখোপাধ্যায় কমিশন বলল নেতাজি ১৯৪৫ সালে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। এমনকি তাইহোকুতে ১৮ আগস্ট কোনও বিমান দুর্ঘটনাই ঘটেনি। তবে কিভাবে নেতাজি মারা গিয়েছেন উপযুক্ত তথ্যের অভাবে তা বলা সম্ভব নয়। মাথায় বাজ পড়ল রাজনৈতিক নেতাদের। এতদিনের রটনা কি এত সহজে মিথ্যায় পর্যবসিত হবে? সারা দেশবাসী হৈ হৈ করে উঠল। মুখোশ খুলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। তাই সংসদে পেশ না করেই ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হল জনগণের পয়সায় তৈরি রিপোর্ট। এরপর? এরপর নেতাজি রহস্য উন্মোচনে কমিশন আতঙ্ক তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। গত ডিসেম্বরে তথ্য আইনে এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে নতুন করে কোনও অনুসন্ধানের কথা ভাবছে না সরকার। ইতিমধ্যে নেতাজি ফাইল প্রকাশ করেও নেতাজি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশা দিয়েছেন এবার হয়তো নেতাজি রহস্যের উন্মোচন হবে।

কিন্তু সব আশায় ছাই দিয়ে মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তথ্য আইনে করা প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে দিল নেতাজির মৃত্যু হয়েছে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায়। যে সরকার ৬ মাস আগে জানাচ্ছে আর কোনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই সেই সরকারই বাতিল রিপোর্টের ভিত্তিতে জানিয়ে দিয়ে নেতাজির মৃত্যুর তারিখ। এমনকি এই তারিখে বিশ্বাস রাখে না যে মুখার্জি কমিশন তাকেও টেনে আনা হল ঘোষণায়। কি এমন ঘটল ছয় মাসে? তবে কি কোনও তথ্য এসেছে সরকারের কাছে? কে প্রশ্নের উত্তর দেবে? ঘোষণা করে দিয়ে মন্ত্রীরা সব নির্বিকার। সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে আমলাদের।

আসল ব্যাপারটা কি? নেতাজি গবেষক ও সরকারের অন্দরমহলের একাংশ বলছে নেতাজি রহস্যের যবনিকাপাত করতে সরকার উদগ্রীব। অথচ কমিশনে আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। তার উপর এতে সময়ও লাগে বেশি। তাই কমিশন নয় অন্য কৌশলে 'অমিশন'–এর চেষ্টা। এগিয়ে দেওয়া হয়েছে আমলাদের। অন্য এক মহলের দাবি মৃত্যুর তারিখ ভাসিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি বুঝতে চাইছে সরকার। গবেষকরা বলছেন এখানেই যে রিপোর্টগুলো সরকারই বাতিল করে দিয়েছে সেগুলোকে টেনে এনে কাঁচা কাজ করে ফেলেছে সরকার। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো কিসের? গবেষকদের কথায় সম্ভবত আন্তর্জাতিক চাপে সরকার জেরবার। তাঁদের দাবি নেতাজি শুধু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী নয়। প্রথম স্বাধীন সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান। যে সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল আন্তর্জাতিক মহল। এবং এই সরকার এখন মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। ফলে সরকার এখনও বর্তমান। এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধানের রহস্য উন্মোচন না করতে পারলে আন্তর্জাতিক মহলে কল্কে পাচ্ছে না ভারত। তাই মরিয়া হয়ে এই জটিল পরিস্থিতির থেকে বেরোতে মরিয়া সরকার। তবে এত সহজে একটি কাগজের পাতায় নেতাজির রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করা বোকামি। এতে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে।

শেয়ারের অশ্বমেধ ঘোড়া ছুটছে দুর্বার গতিতে

পার্থসারথি গুহ

প্রায় ৩ মাস হতে চলল। ৯ হাজারের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটি। শুধু তাই নয়, বলা যায় ১০ হাজারের ঘরকে প্রবলভাবে কড়া নাড়তে শুরু করেছে এই সূচকটি। সেনসেক্সও তো আর 'এলি-তেলি মহম্মদ আলি' নয়, সেও নিজের টার্গেট তৈরি করে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে উত্তরণের প্ল্যাটফর্মে। বিশেষজ্ঞদের মতামতেও এই আবহে বাজার গরম হচ্ছে। শেয়ারবিদ এই দ্বিগ্নজরা বলছেন, নিফটি আগামী ৪-৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে। এত কিছু বড় টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলেও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণেও যে চিত্র ধরা পড়ছে তা বলছে নিফটি আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১২ থেকে ১৫ হাজারে চলে যেতে পারে। মোটের ওপর সবাই ধরেই নিয়েছেন যে ভারতীয় অর্থ বাজার এই মোদী-রাজ অব্যাহত থাকতে চলেছে সামনের লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতেও। সেক্ষেত্রে ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিজেপি রাজ চলার প্রভূত সম্ভাবনা। আবার এখন ২০১৭। অর্থাৎ সামনের এই ৭ বছরের মধ্যে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে একটা অসম্ভব স্থিতিশীলতা চলে আসবে শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে। এর পিছনে আরও কয়েকটি উপাদান অবশ্য কাজ করছে। তার মধ্যে জিএসটি চালু হতে চলা, ভালো বর্ষার পূর্বাভাস, দেশি-বিদেশি ফান্ডগুলির ভারতের বাজারের প্রতি আস্থা পোষণ করা, নোটবন্দি পরবর্তী বিভিন্ন নির্বাচনে বিজেপির তাক লাগানো ফলাফল করা, রাজ্যসভায় আগামী বছর খানেকের মধ্যে ঘাটতি মিটিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা, মোদির সংস্কার রথ অব্যাহত থাকা, সুদের হার নিরন্তর কমতে থাকা ইত্যাদি এতগুলো ইতিবাচক খবর রয়েছে যা ভারতের বাজারকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে পুরোদমে।

এর সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১-২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করতে শুরু করেছেন। শেয়ার বাজার যে কতটা ভোজবাজি দেখাতে পারে তা প্রমাণ হল আরও একবার। নোটবন্দির পরে গোত্তা খেয়ে থাকা ভারতের সূচক ভেঙে দিয়েছিল ৮ হাজারের ঘর। সেই ৮ হাজার তো দূরস্থান এখন ১০ হাজারকেই যেন কিছু মনে হচ্ছে না সূচকের অশ্বমেধ ঘোড়ার সামনে। তাহলে কি বাজার একটানা বেড়ে যাবে? এই প্রশ্ন সাধারণ লগ্নিকারীর মনে আসা স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে এটাই বলতে হবে, এটা ভরপুর বুল মার্কেট। এখানে এভাবেই বেয়ারদের আশা-প্রত্যাশাকে বুলডোজারের নিচে চেপে দেবে বুলবাবুরা। ২০০৮-এ যেমন আমরা বেয়ারদের রক্তচক্ষু দেখেছি। এখন তেমনই চলছে বুলদের দাপট। বেয়ারদের জমানায় ৬ হাজারের ওপরে থাকা নিফটি ২ হাজারের কোঠায় চলে এসেছিল। ২১ হাজারের সেনসেক্স ৮ হাজারের ঘরে এসেছিল। অর্থাৎ তৎকালীন সর্বোচ্চ জায়গা থেকে তিনগুণ নিচে নেমেছিল নিফটি-সেনসেক্সের জোড়া ফলা। এখন যে উত্থান ভারতের বাজারে দেখা যাচ্ছে তা নিফটির নিরিখে ৫৫০০ থেকে বাড়তে শুরু করেছিল। সেক্ষেত্রে একটা রিভার্স খেলা দেখা যেতেই পারে। তিনগুণ নিচে যদি আসতে পারে নিফটি তাহলে একইভাবে ৩-৪ গুণ ওপরে উঠতেও পারে তা। সেই সূত্র ধরলে নিফটি হয়ে যেতে পারে ১৬ থেকে ২০ হাজার। আর এটা অত্যন্ত যুক্তিসম্পন্ন। কোনও গাঁজাখুরি তথ্য নয়।

নিফটি কোন জায়গা থেকে আপাতত কারেকশনে আসতে পারে তা নিয়েও 'নানা মুনির নানা মত' শোনা যায়। শেয়ার বিশেজ্ঞদের বক্তব্য, হালফিলে ৯৫২৫ থেকে ৫ দিনের সংশোধনীতে নিফটি চলে এসেছিল ৯৩৫০-র কাছে। এক্ষেত্রে ১৭৫ পয়েন্ট কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই কদিনে। তাহলে মাত্র ২ শতাংশ কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই বাজারে। শেয়ারবিদদের এও বক্তব্য, এই ২-৩ শতাংশ সংশোধনী বুঝিয়ে দিয়েছে কতটা গনগনে মেজাজে রয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার। এরপর ৫ শতাংশ কারেকশনও হয়তো হতে পারে কোনও একটা জায়গাকে আপাত শীর্ষ অবস্থান ধরে নিয়ে। তবে তার থেকে বেশি কিছু আশা করা বেয়ারদের পক্ষে উচিত নয়। বরং এখন থেকেই পরিকল্পনা নিতে হবে বাজার বাড়ার সম্পূর্ণ সুবিধা যাতে ভোগ করতে পারেন। নচেৎ বাজার বাড়বে, বহু শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে যাবে, কিছু সেক্টরও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে কিন্তু আপনার হাতের শেয়ার নটনড়নচড়ন হয়ে থাকবে। এমনটা যাতে মোটেই না হয়, সেদিকে এখন থেকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ট্রেডারদের। চালু সেক্টরে লগ্নি করতে হবে।

অর্থনীতি

© BCCL 2016. ALL RIGHTS RESERVED.

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ জুন – ৯ জুন, ২০১৭

মেষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন। ধৈর্য্য হারাবেন না। উন্নতি অবশ্যই হবে। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পেলেও কর্মস্থলে কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে।

বৃষ : গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে ভালফলের আশা করা যায়। রক্তের চাপ বৃদ্ধির পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয়-স্বজনরা আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করবে। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে যোগটি শুভদায়ক, লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

মিথুন : সাহিত্যিক বা কবিদের এবং শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভফল দায়ক। প্রেম-প্রণয়ের পক্ষে সময়টি আশানুরূপ বলা যেতে পারে। মানসিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ লক্ষ্য করা যায়। লেখাপড়ায় মনের মতন ফল পাবেন। পাকাশয়ে পীড়ার যোগ রয়েছে। আয় ভালই হবে।

কর্কট : অতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে সতর্ক ও সাবধানে চলতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। এখন ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো।

সিংহ : বেকারত্বের অবসান হবে। যারা কর্মে লিপ্ত তাদের পদোন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা গোলযোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কথাবার্তায় সংযত হতে হবে।

কন্যা : অত্যাধিক মানসিক চিন্তার জন্য শরীর খারাপ হয়ে যাবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে, আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মাতার সাহায্যলাভ করবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। ফলে বিপদের আশংকা।

তুলা : ব্যবসাবাণিজ্যে যথেষ্ট শুভ ফল পাবেন। ভাগ্যন্নতির যোগ রয়েছে। সুনামে বাধা এবং দৈবদুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। দায়িত্ব কর্তব্যমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্শ-আমাশয়ে কষ্ট পাবেন।

বৃশ্চিক : শরীর ভাল যাবে না। মাথা গরম না করে বুদ্ধি করে কাজ করার চেষ্টা করুন, ভাল হবে। তীর্থে ভ্রমণযোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় সফলতার যোগ রয়েছে।

ধনু : পানাহারে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন না।

মকর : শরীর আপনার ভালো যাবে না। ব্যবসায় মনের মত ফল পাবেন না। বন্ধু বান্ধবদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। লেখাপড়ায় মিশ্র ফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। দায়িত্বমূলক কাজে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো।

কুম্ভ : ভ্রাতা ভগিনীদের সাথে গোলযোগ ঘটতে পারে। অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু বাধা লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। দৈব দুর্ঘটনার যোগ। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন।

মীন : শিক্ষায় সাফল্য এবং অগ্রগতির যোগ রয়েছে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। নতুন নতুন যোগাযোগ আসবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

নেভিতে অফিসার

বিজ্ঞান শাখার উচ্চমাধ্যমিকরা আবেদন করবেন

বেশ কিছু টেকনিক্যাল অফিসার নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী ট্রেনিং দিয়ে নিয়োগ করা হবে ১০+২ (বিটেক) ক্যাডেট এন্ট্রি স্কিমের মাধ্যমে পার্মানেন্ট কমিশনে। কোর্স শুরু হবে জানুয়ারি মাস থেকে। কেবল অবিবাহিত পুরুষরা আবেদন করতে পারবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্কে মোট অন্তত ৭০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। পাশাপাশি, মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। সেই সঙ্গে প্রার্থীকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনে (মেন), ২০১৭-য় বসে থাকতে হবে। এই পরীক্ষার সর্বভারতীয় মেধাতালিকা অনুসারে ডাক পাওয়া যাবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৫৭ সেমি। উচ্চতার সাঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি : দূরের ক্ষেত্রে ৬/৬, ৬/৯ হওয়া চাই, চশমা-সহ ৬/৬, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রাতকানা হলে বা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না।

বয়স : জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১১৯৮ থেকে ১-১-২০০১-এর মধ্যে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের দু'পর্যায়ের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে ইন্টারভিউ হবে ভোপাল বা কোয়েম্বটুর বা বিশাখাপত্তনম বা বেঙ্গালুরুতে। ইন্টারভিউ চলবে ৪ দিন ধরে। ইন্টারভিউয়ের প্রথম পর্যায়ে থাকবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিচচার পারসেপশন টেস্ট এবং গ্রুপ ডিসকাশন। এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে সেদিনই প্রার্থীকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সফল হলে দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্টিং ও ইন্টারভিউ। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন হবে। গোটা প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা চলবে ৩-৫ দিন ধরে। প্রথমবার ইন্টারভিউ দিতে গেলে এসি থ্রি টিয়ারের রেলভাড়া পাবেন।

চূড়ান্ত সফল প্রার্থীদের কেরলের এঝিমালা ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ৪ বছরের বি টেক কোর্স করতে পাঠানো হবে। কোর্সের শেষে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিটেক ডিগ্রি পাবেন। প্রশিক্ষণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে নৌবাহিনী। ট্রেনিংয়ে সফলদের সাব-লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কে নিয়োগ করা হবে। তখন বেতনক্রম হবে ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। মিলিটারি সার্ভিস পে ৬,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। কম্যান্ডার র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindiannavy.gov.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ৫ থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করার সময় পিডিএফ ফর্ম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো সহ বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে। যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করুন। সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সিআইডি-তে ড্রাইভার

৭৩ জন ড্রাইভার নেবে রাজ্যের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) নিয়োগ হবে চুক্তিতে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 05/CID/GL-I.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ, বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে জানতে হবে। সঙ্গে ১-৬-২০১৭ তারিখ অনুসারে অন্তত তিন বছরের পুরনো বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স (লাইট মোটর ভেহিক্যাল) থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ১-৬-২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১১,৫০০ টাকা।

প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে ড্রাইভিং টেস্টের মাধ্যমে।

একটি সাদা কাগজে প্রার্থীর সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি হাতে লিখে অথবা টাইপ করিয়ে নেবেন। প্রার্থীর মোবাইল নম্বরটি লিখে দেবেন।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ পূরণ করা দরখাস্ত নির্দিষ্ট ঠিকানায় রাখা ড্রপবক্সে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ জুন। ঠিকানা : Additional Director General of Police, CID, WB, M.T. Section, Bhabani Bhaban, Kolkata 700 027.

তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইটে : www.cidwestbengal.gov.in

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন

* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রের নকল।
* বৈধ ড্রাইভং লাইসেন্সের নকল।
* স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের নকল।
* কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের নকল।

ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটিতে ডেপুটি ম্যানেজার

ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া ৪০ জন ডেপুটি ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) নেবে। এই কেন্দ্রের সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা।

মোট শূন্যপদ : ৪০টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৩ ওবিসি ৯)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত এবং অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখায় বৈধ গেট স্কোর থাকতে হবে।

বয়স : ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে গেট স্কোরের ভিত্তিতে। আবেদন করা যাবে অনলাইন-অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.nhai.org অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর জেপেগ বা জেপিজি বা পিএনজি বা জিআইএফ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো এবং সই (১ এম বি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর রেফারেন্স নম্বর-সহ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকনলেজমেন্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

অফলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে দরখাস্ত অনলাইনে সাবমিট করার ৭ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকনলেজমেন্ট স্পিড বা রেজিস্টার্ড নথিপত্র-সহ আবেদনপত্র পৌঁছনোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। দরখাস্ত ভরা খাবের ওপর যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। অ্যাকনলেজমেন্ট ও দরখাস্ত পাঠানোর ঠিকানা : M.N. Ghei, Deputy General Manager (HR/Admn.II), National Highway Authority of India, G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110 075, খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কাজের খবর

কোস্টগার্ডে নাবিক

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু মাধ্যমিক পাশ তরুণকে নাবিক পদে নিয়োগ করবে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। টেনথ এন্ট্রিতে নিয়োগ হবে ডোমেস্টিক ব্রাঞ্চে, কুক ও স্টুয়ার্ড ক্যাটেগরিতে। শুধু ছেলেরা আবেদন করতে পারবেন। ট্রেনিং হবে ০২/২০১৭ ব্যাচে। কোর্স শুরু হবে অক্টোবর মাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ মাধ্যমিক বা সমতুল। তফসিলি, জাতীয় বা আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়াড় এবং কোস্টগার্ডে কর্মরত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির সন্তানেরা নম্বরের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা অন্তত ১৫৭ সেমি। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। পার্বত্য এবং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকা চাই। দৃষ্টিশক্তি : ভালো ও খারাপ চোখে ৬/৩৬।

বয়স : ১-১০-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ ১-১০-১৯৯৫ থেকে ৩০-৯-১৯৯৯ এর মধ্যে জন্মতারিখ হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে। মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হবে। তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের জুন মাসে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ডাকা হবে।

লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে এই সমস্ত বিষয়ে : কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, ম্যাথমেটিক্স, জেনারেল সায়েন্স, জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং জেনারেল নলেজ) এবং রিজনিং (ভার্বাল এবং নন-ভার্বাল)। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে : ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি স্কোয়াট আপ, ১০টি পুশ আপ। প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া ২-৩ দিন ধরে চলবে। নির্বাচিতদের ট্রেনিং শুরু হবে অক্টোবর মাসে, আইএনএস চিল্কায়। বেসিক ট্রেনিংয়ের পর সি-ট্রেনিং ও প্রফেশনাল ট্রেনিং হবে।

বেতন : শুরুতে ২১,৭০০ টাকা (সপ্তম পে কমিশন অনুসারে)। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। প্রধান অধিকারী র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindiancoastguard.gov.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। ৩ থেকে ৯ জুন পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জেপেগ ফর্ম্যাটে ১০ থেকে ৪০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (জেপেগ ফর্ম্যাটে ১০ থেকে ৩০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। দরখাস্ত সাবমিট করার পর অ্যাপ্লিকেশন বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি সযত্নে লিখে রাখবেন। অ্যাপ্লিকেশন বা রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সাহায্যে ১৩ থেকে ১৮ জুনের মধ্যে ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। তিন কপি ই-অ্যাডমিট কার্ড, সচিত্র পরিচয়পত্র, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এবং ১০ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো সঙ্গে নিয়ে যাবেন। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৩২

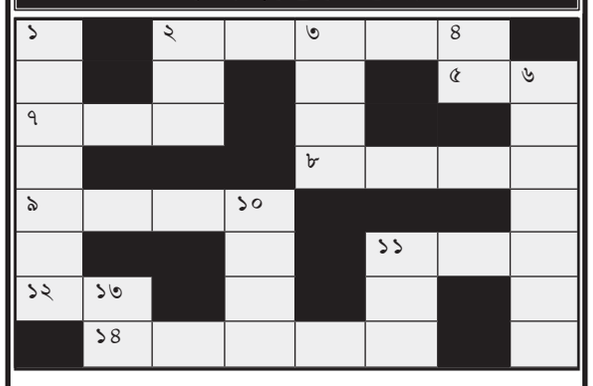

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। শিষ্ট ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন সম্প্রদায় ৫। পরিমাপ করা ৭। আইনজীবী ৮। ভূ-সম্পত্তি ৯। হট্টগোল, গোলমাল ১১। অনুচিত কাজ ১২। স্তূপ, গাদা ১৪। রূপকথার রাজকুমারের এর পরেও তেরো নদী পার হতে হয়।

উপর-নীচ

১। বড় বড় কথা বলা ও নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করা ২। সংগতিপন্ন ৩। পদ্ম ৪। বৃদ্ধি পাওয়া পুঁজি! ৬। (আল.) চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ব্যস্ত করা ১০। অতীত বৃত্তান্ত ১১। অসভ্য, অশিষ্ট ১৩। কেউ মশা মারে কেউ এই ফল খায়।

সমাধান : শব্দবার্তা ৩১

পাশাপাশি : ২। মাথা নোয়ানো ৪। বিরজা ৫। ঘটা ৬। ভান ৭। মনীষা ৮। জর্জর ৯। আজ ১০। ঝাল ১১। ভাইঝি ১৩। জহরব্রত।

উপর-নীচ : ১। বিবি ২। ঘষামাজা ৩। নোদন ৬। ভাস্কর ৭। মগজ ৮। জলভাত ৯। আমেজ ১২। ঝিন্দ।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**-প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**-কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**-সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**-নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**-বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**-খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

অস্ত্র উদ্ধার সোনারপুরে

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরে অস্ত্র সরবাহ নতুন কিছু নয় শুধু তাই নয় রেনিয়ায় অস্ত্র কারখানা চলেছিলো বেশ কয়েক বছর ধরে। ধরাও পড়ে। বিহারের মুঙ্গের থেকে অস্ত্র বানানোর অভিজ্ঞ কারিগরদের নিয়ে এসে কারখানা খুলেছিলো জ্ঞান সাগর শর্মা। গ্রেপ্তারও করা হয় তাকে। এরপর ধরা পরে সোনারপুরের কামালগাজী ও মালঞ্চ বাইপাসে হেরোইন ও অস্ত্র সাপ্লায়ার। ফের সোনারপুর মালঞ্চ বাইপাস থেকে ধরা পড়লো অস্ত্র ব্যবসায়ী কুরবান ফিরোজি বয়স ৩৫। খরিদ্দার ফোন করে কুরবান কে বলেছিলো অস্ত্র কিনবে। ফোনের কথামতো রাত ৯–৩০ মিনিট নাগাদ মালঞ্চ বাইপাসের ধারে দাঁড়িয়েছিলো অস্ত্র কিনবে বলে। এই খরিদ্দার যে পুলিশের দল বুঝতে পারেনি ঘাঘু অস্ত্র ব্যবসায়ী কুরবান। অর্থের লোভে টোপে পা দিতেই ধরা পরে গেলো সোনারপুর পুলিশের জালে। গাড়িতে তুলে কুরবানের ব্যাগ তল্লাশি করে জামাকাপড়ের তলায় ৭ এম এম পিস্তল পাওয়া যায়। থানায় নিয়ে আসার পর জেরায় পুলিশ জানতে পারে সে একজন বড় রকমের অস্ত্র ব্যবসায়ী। পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনের সময় প্রচুর ৭এমএম পিস্তল বিক্রি করতো মোটা টাকার বিনিময়ে রাজনৈতিক কর্মী ও দুস্কৃতীদের কাছে। কুরবান এই পিস্তল গুলি কিনতো মুঙ্গের বাজার থেকে । প্রত্যেকটির দাম১৭–১৮ হাজার। সেগুলো ,বিক্রি করতো ৪০ হাজারে। উদ্ধার হয় দুটি ৭এম, এম পিস্তল, চারটি ম্যগাজিন বক্স্ ও ১০ রাউন্ড কার্তুজ॥একেবারে নতুন ঝাঁ চকচকে পিস্তল। জেরায় নাম বলে কুরবান ফারাজী (৩৫) বাড়ি চরকাঠমারী ,সাহেবপুর ,থানা জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ। বারুইপুর কোর্টে তোলা হয়। আদালত চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

মেস থেকে নিখোঁজ পলিটেকনিকের ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়া স্টেশন এর কাছে একটি মেস থেকে উধাও হল আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পলিটেকনিক কলেজের ফুড প্রসেসিং বিভাগের ছাত্র। নাম সুজন দাস। গত ১৯ মে থেকে নিখোঁজ। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা কাকদ্বীপে। গড়িয়া স্টেশন রোডের মেসে অন্য আবাসিকদের সঙ্গে থাকতেন এই ছাত্র। আবাসিকরা বলেন ১৯ মে থেকে মেসে আসেনি। ২৪ মে সুজনের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হলেও তিনি মেসে না ফেরায় সঙ্গীরা তার বাড়িতে খবর দেয়। এই খবর পাওয়া মাত্র সুজনের বাড়ির লোকেরা মেসে এসে উপস্থিত হয়। সুজনের সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে কথা বলে শেষ পর্যন্ত সোনারপুর থানায় ডায়েরি করে পরিবারের লোকজনেরা। নিখোঁজ ছাত্রের বাবা ভবতোষ দাস বলেন আমরা বুঝে উঠতে পারছি না ও কোথায় গেলো। খোঁজ নেয় আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে। কিন্তু কোথায় কোনও হদিশ পাওয়া যায় নি সুজনের। মেসের বন্ধু শুভঙ্কর বেরা বলে –আমরা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি। প্রথমে অনুমান করেছিলাম ও কোনো বন্ধু বাড়িতে গেছিলো। সেদিন না ফেরায় ভাবলাম কাকদ্বীপের বাড়িতে গেছে।কিন্তু চার পাঁচদিন কেটে যাওয়ার পর আমরা ওর বাড়িতে খবর দি। সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায়ের বক্তব্য – এর আগেও গড়িয়ার মেস থেকে এই রকম একটা ঘটনা ঘটে পরে ছেলেটি বাড়ি ফিরে আসে। এখানেও এরকম হবে কারণ মোবাইল ফেলে গেছে। দেখুন দীঘা বা অন্য কোথাও ঘুরতে গেছে। এসে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হোল ফাইনাল পরীক্ষা ২৪ তারিখ সে কথা মাথায় না রেখে ঘুরতে যাবে সুজন? এখানেই সন্দেহের দানা বাধছে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প পরিদর্শনে মন্ত্রী

পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে পরিকল্পনার ত্র্যহস্পর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ ২ নম্বর ব্লকে ডোঙাড়িয়ায় অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গত ৩০ মে জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় স্বপারিষদ পরিদর্শন করলেন। সেই সঙ্গে নবনির্মিত ১৪০০ কোটি টাকার নোদাখালি–২ প্রকল্পটিও পরিদর্শন করেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ, কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও, ১৬ জন বিধায়ক, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় ও দফতরের আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত ২০০১ সালে নির্মিত এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পটি নানা সমস্যায় জেরবার। ২০১৬ সালে

বিধায়ক ও কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে পঞ্চায়েত মন্ত্রী

এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এই প্রকল্প থেকে ৮টি ব্লক ও দুটি আংশিক ব্লকে জল সরবরাহ হয়। ৩০ লক্ষ লোক জল পান। কিন্তু অবৈধভাবে প্রচুর সংযোগ নেওয়ায় সর্বত্র জল পৌঁছায় না। ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প হয়েছিল। সংস্কারের অভাবে যে কোনও মুহূর্তে এই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুব্রত মুখোপাধ্যায় এদিন বলেন, এই প্রকল্পটি সংস্কার করবে জন্য ১৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প করা হয়েছে। নতুন করে ৬২টি রিজার্ভার করতে হবে। তবে আর্সেনিক মুক্ত জল প্রচুর অপচয় হচ্ছে। স্কুল কলেজে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে সচেতনতার অভাব আছে। এই সচেতনতা বাড়াতে হবে। অবৈধ সংযোগ হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্তমানে জলের মান নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দেওয়ার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, জল একটু ঘোলা হওয়ার কারণ নদীর নাব্যতা বেড়ে যাওয়া তবে এই জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। মন্ত্রী আরও বলেন, নতুন যে প্রকল্প হচ্ছে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে। ৯০০ কিলোমিটার পাইপ লাইন পাতা হচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে ফলতা–মথুরাপুর প্রকল্প। এই প্রকল্পের ৩০টি ব্লকে জল যাবে। ৫৫ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন ৭০ লিটার করে জল পাবে। মন্ত্রী আরও বলেন তৃতীয় একটি প্রকল্প বানানোর পরিকল্পনা আছে। আগামী দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রতিটি ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য।

জনসমক্ষে মার্কেটিং হাবের ছবি বড় রহস্যময়

নিজস্ব প্রতিনিধি : হীরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হীরাগঞ্জ মনসাতলায় কোটি টাকায় তৈরি মার্কেটিং হাবের শোচনীয় অবস্থা দূর করতে মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে সরকারিভাবে তালাচাবি উন্মুক্ত করে দোকানদারদের হাতে চাবি ধরিয়ে দিতে গেলে,তাঁদের মধ্যে রোষের সৃষ্টি হয়। অনৈতিক ভাবে যারা হাব তৈরি করতে দোকান ছেড়ে ছিলেন, তাদের অনেকেই দোকান পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এক সাক্ষাৎকারে প্রতিবেদককে জ্যোৎস্না ঘোষ বলেন তাদের, দীপ্তি ঘোষ এবং বসুদেব মন্ডলদিগকে দোকান ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

ঘটনাটি তৃণমূল অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি উত্তম মাইতিকে জানতে চাইলে, প্রতিবেদককে বলা হয় সব সমস্যা মিটে গিয়েছে, শীঘ্রই তালা খুলে চাবি প্রদান করা হবে। সরকারিভাবে চাবি হস্তান্তর করে ঘরগুলি যে চিন্তাক্লিষ্ট দোকানদারদের হাতে প্রদানের সময় উক্ত গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা রূপালী শাসমল এবং উত্তম মাইতি বা পঞ্চায়েত প্রধান শেখ বোরহান আলি কেউই ব্যাপারটি জানতেন না বলে জানা গিয়েছে। এখন দেখার সমস্যাটি কিভাবে প্রতিফলিত হবে জনসমক্ষে, আদৌ জনকল্যাণে আসে কিনা।

অনাস্থা ভোটে জয়ী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের বিপ্রদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা ভোটে ১৩টি–র মধ্যে ১০টি ভোট পেয়ে জয়ী হল তৃণমূল। এই পঞ্চায়েত সিজিএম পরিচালিত ছিল। আর ১৩টি আসনের মধ্যে ৪টি আসন ছিল তৃণমূলের ৫টি আরএসপি, ১টি নির্দল ৩টি সিপিএমের। এদিন অনাস্থা ভোটে ৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য আরএমপি এবং ১ জন নির্দল সদস্য তৃণমূলে যোগদান করে। উল্লেখ্য বেশ কিছু দিন আগে সিপিএমের প্রধান মিনতি মুন্ডার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ বাকি পঞ্চায়েত সদস্যরা অনাস্থা আনে।

পূজালির নতুন চেয়ারপার্সন রীতা পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০মে দক্ষিণ শহরতলির পূজালি পুরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ বাক্য পাঠ করান আলিপুর সদরের মহকুমা শাসক প্রলয় মজুমদার। নতুন বোর্ডের চেয়ারপার্সন হন রীতা পাল। ভাইস চেয়ারম্যান হন প্রাক্তন চেয়ারম্যান ফজলুল হক। প্রসঙ্গত এবার পুর নির্বাচনে ১৬টি আসনের মধ্যে তৃণমূল একক পর্বে ১২টিতে জিতে ছিল। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস ও নির্দলের একজন এবং বিজেপির ২ জন জয়ী প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করেন। ফলে বিরুদ্ধ শূন্য হয়ে যায় পূজালি পুরসভা। ৫০ শতাংশ আসনে জয়ী হয় মহিলারা, তাই চেয়ারপার্সন হলেন রীতা পাল। তা না হলে ফজলুল হকই আববার চেয়ারম্যান হতেন বলে সূত্রের খবর। তবেই পুরবোর্ডের মূল নিয়ন্ত্রণের চাবি ফজলুল হক গোষ্ঠীর হাতেই থাকবে বলে জানা যাচ্ছে।

সুন্দরবনে জাভান রাইনো ফেরাতে উদ্যোগ নেবে বনদফতর : মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সজনেখালি : গত ৩০ মে মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সজনেখালি রেঞ্জ ভবনে রাজ্য বনদফতর ও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের উদ্যোগে যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থায় লভ্যাংশ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন দফতরের মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, রাজ্যের মুখ্য বনপাল (বনপ্রাণী) রবিকান্ত সিনহা, প্রধান মুখ্য বনপাল (বল) প্রদীপ শুক্লা, রাজ্যের এসডিআর ডাঃ আর পি সাহানি, এফ ডি নিরঞ্জন মল্লিক, ডিএফও তৃপ্তি সাউ, মাতলা রেঞ্জ অফিসার নীলরতন গুহ, স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর প্রমুখ।

মন্ত্রী বলেন আজ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২৪টি জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে ৬০ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হল। প্রতিবছর সুন্দরবনে প্রায় ২ লক্ষ পর্যটক আসেন। আর এই পর্যটকদের কাছ থেকে যে টাকা আয় হয় তার থেকে ২৫ শতাংশ টাকা তুলে দেওয়া হল এই কমিটিগুলিকে। এই কমিটির কাজ সুন্দরবন জঙ্গলকে এবং বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করা। শুধু সরকার নয়, এলাকার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এই কাজে। মন্ত্রী আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই ২৫ শতাংশকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে এই কমিটি ৪০ শতাংশ করে পাবে। সোদা মাটির নোনা জলে বহু মানুষ মাছ ধরে জীবিকা চালায়। প্রকৃত যারা মৎস্যজীবী তাদের লাইসেন্স দেওয়া হবে। তবে যারা বিএলসি নিয়ে ভাড়া খাটিয়ে ব্যবসা করছে তাদের চিহ্নিত করণ করে লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। এখনও বেশ কিছু দুষ্কৃতী আছে যারা সুন্দরবনকে ধ্বংস করতে চায়। তাই আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে সুন্দরবনকে বাঁচাতে। সুন্দরবন না বাঁচলে কলকাতাও বাঁচবে না। অর্ধেক মিষ্টি জল ও অর্ধেক নোনা জলে সুন্দরী গাছ ভাল জন্মায়। নোনা জল লোকালয়ে ঢুকলে চাষের ক্ষতি হয়ে যাবে। জঙ্গলকে ভালবেসে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন প্রায় ১০০ বছর আগে সুন্দরবনে ছোট প্রজাতির গন্ডার জাভান রাইনো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এমনকি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এখানকার বাইসন। এই জাভান রাইনো একমাত্র ইন্দোনেশিয়াতে অল্প কিছু আছে। বিলুপ্ত জাভান রাইনো সুন্দরবনে ফের ফিরিয়ে আনা যায় কিনা সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব যদি। এমনকি এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। এদিন মন্ত্রী সজনেখালি রেঞ্জে হেতাল নামে স্পিড বোট উদ্বোধন করেন এবং স্পিড বোটে করে বিভিন্ন জঙ্গল পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি তিনি সকলের উদ্দেশ্যে নজর রাখতে আহ্বান জানান যাতে আর বন্যপ্রাণী লুপ্ত না হয়।

মহানগরে

ইন্ডিয়া পাওয়ারের লক্ষ্য বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়া পাওয়ার তার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। সাত বছরের এগিয়ে চলার পথ বেশ মসৃণ। আসানসোল, বিহার, গয়ার পরে মীনাক্ষিতে তাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র আশাজনক পথে নিয়ে গিয়েছে ইন্ডিয়া পাওয়ারকে। এই সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টার রাঘব রাজ কানোরিয়া খুব আনন্দ সহকারে ঘোষণা করলেন উত্তরাখন্ডের ২২৫ কোটি টাকার লগ্নি করে তৈরি হচ্ছে ৩৬ মেগাওয়াট সৌরশক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র। তিনি আরও জানান,আসানসোল রাণীগঞ্জে যে বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে তা আশাজনক ফল দেওয়ায় তারা বিদ্যুতের ইউনিট কমানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এঁদের একটাই লক্ষ্য কিভাবে আরও ভিতরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া যায়। সংস্থার চেয়ারম্যান হেমন্ত কানোরিয়া জানান মেক ইন ইন্ডিয়াকে লক্ষ্য রেখে রিনিউয়েবেল এনার্জি উঅ বিকল্প শক্তির ওপর জোর দিচ্ছে তাদের সংস্থা। যাতে আরও অনেক কম পয়সায় বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যায়। কারণ কয়লার যোগান আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তারা জানান, এখন তাদের যা বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলছে তাতে, সিংহভাগটাই আমদানি করা কয়লা দিয়ে চলছে। তা সত্ত্বেও তারা আনন্দিত। তাদের লাভ গত বছরের চেয়েও বেশ উর্ধ্বমুখী। পশ্চিমবঙ্গতেও তারা তাদের বন্টন এলাকা গড়ার লক্ষ্যে রয়েছে। **ছবি : উৎপল রায়।**

পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কলকাতা পুরসংস্থার জল সরবরাহ দফতরের আধিকারিকদের এখন পরিকল্পনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন নয়, ওই মহার্ঘ পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয়ের পরিমাণ কিভাবে ধাপে ধাপে কমানো যায় । কারণ অপচয় যে হারে বেড়েছে তার ৫০ শতাংশ রোধ করা গেলে জলের উৎপাদন এবং এই গরমের প্রচন্ড দাবদাহে কলকাতার প্রায় সর্বত্র পরিস্রুত পানীয় জলের জন্য যে হাহাকার সেই হাহাকারের প্রায় পুরোটাই মিটে যাবে। পুর–তথ্যানুযায়ী কলকাতায় দৈনিক ৪৭৩ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন হয়। এর অন্তত ১৫০ মিলিয়ন গ্যালন প্রায় ৩২ শতাংশ রোজ ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট হচ্ছে। যা দিয়ে প্রায় ৯০–১০০ লক্ষ লোকের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো যেতো, যদি অপচয় রোধ করা যেতো। অপচয়ের উৎস মূলত দুটো— পাইপের ফুটো ও রাস্তার খোলা–টাইম কল। এই ফাঁক দিয়ে প্রচুর জল রোজ গড়িয়ে যায়। বিভিন্ন পুর জলাধারেও অপচয় চলছে।

এছাড়া শহরের পথে–ঘাটে প্রায় ২০ হাজার টাইম কল রয়েছে। অধিকাংশের মুখে ট্যাপ নেই। সেখান দিয়ে অনর্গল জল বেরিয়ে যায়। এছাড়া পাইপ জোড়ার জন্য সীমার অংশেও সমস্যা হতে পারে। তবে অপচয় যে মাথাপিছু বরাদ্দের প্রায় চার গুণ, পুরসংস্থার এক সমীক্ষায় সে চিত্র উঠে আসায় পুর জল সরবরাহ দফতরের কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হচ্ছে। কলকাতা পুরসংস্থার তরফে কলকাতা মহানগরের একেবারে

উত্তর প্রান্তে জল নিয়ে করা এক সমীক্ষায় এই ছবিটি ফুটে উঠেছে। মহানগরের দক্ষিণ প্রান্তে যখন পরিস্রুত পানীয় জলের হাহাকার। সেখানে উত্তর প্রান্তে এক নম্বর বরো এলাকায় দেখা যাচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহারের পরও যে হারে জলের অপচয় হচ্ছে তা প্রয়োজনীয় জলের চারগুণ।

প্রায় ২১৩ কোটি টাকার ‘ওয়াটার লস ম্যানেজমেন্ট’ প্রকল্পের কাজ কলকাতা পুরসংস্থা উত্তর কলকাতার কাশীপুরস্থিত এক নম্বর বরোর অন্তর্গত ১–৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু করে। ওই বরোর কাশীপুর, বেলগাছিয়া, চিৎপুর, টালা, বাগবাজার, পাইকপাড়ায় পুর জল দফতর বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে। প্রোজেক্ট হিসেবে এই ৮৪০ বাড়িতে জল দফতরের কর্তারা সমীক্ষা চালায়। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন ‘সেন্ট্রাল পাবলিক হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অর্গানাইজেশনে’র হিসাবানুযায়ী, কোনও মহানগরীতে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতি দৈনিক ১৫০ লিটার জল প্রয়োজন হয়। জেলা শহরে দৈনিক জন প্রতি ১৩৫ লিটার জল খরচ হয়। আবার গ্রামে এই খরচ দৈনিক জনপ্রতি ৭০ লিটার, বস্তিতে দৈনিক জনপ্রতি ৪০ লিটার। পুরসংস্থা কাশীপুরে দিনে প্রায় ১৮ ঘন্টা পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করে। পুর জল দফতরের হিসেব দৈনিক প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন জল বরো একের অন্তর্গত এই ১–৬ নম্বর ওয়ার্ডে সরবরাহ করা হয়। প্রসঙ্গত, ‘লিটার প্রতি জল পরিশোধন ব্যয় সাড়ে তিন টাকা, এছাড়া অন্য ব্যয়ও আছে। এখানে পরিস্রুত পানীয় জলের কোনও সমস্যা নেই। যখনই ট্যাপকল খোলা হয়, তখনই জল পড়ে।’ ওই ৮৪০টি বাড়িতে কত জল ব্যবহার হচ্ছে তাছাড়া কত জল অপচয় হচ্ছে, তা কীভাবে মাপা হচ্ছে?

ওই বাড়িগুলিতে পুর জল দফতরের যে সিআইএস পাইপ দিয়ে জল যাচ্ছে সেখানে এক ধরনের মিটার বসানো হচ্ছে এবং ওই বাড়িগুলিতে যে জিআই পাইপ দিয়ে জল সরবরাহ করা হচ্ছে সেখানেও এক ধরনের ছোট আকারের মিটার বসানো হচ্ছে। মহার্ঘ পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় রুখতে পুরসংস্থা নিজ উদ্যোগে প্রতি বাড়িতে ‘ওয়াটার মিটার’ লাগাচ্ছে। এবার ১ নম্বর বরো অফিস থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে পরিশোধিত জল যে সমস্ত বাসিন্দা অপচয় করছেন তাঁদের নাম ঠিকানা সমস্ত কিছু এবার পাড়ার নোটিস বোর্ডে লটকে দেবে। পুর জল সরবরাহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, পরিস্রুত জলের অপচয়ের অভ্যাস নাগরিকদের বন্ধ করতেই হবে যেভাবেই হোক। কারণ দিনে দিনে জল উৎপাদন ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কলকাতার অবনমনে চিন্তিত শিক্ষা মহল

বরুণ মন্ডল, কলকাতা : উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হারে জেলাওয়ারি ফলাফলে এবছর তিন থেকে পাঁচে নেমে এসেছে কলকাতা। গত বছর অর্থাৎ ২০১৬তে জেলাওয়ারি ফলাফলে কী ঘটেছিল? ছয় থেকে তিনে উঠে ছিল। আবার ২০১৫–তে কী ঘটেছিল? দুই থেকে ছ'য়ে নেমে গিয়েছিল। ২০১৪–তে কী ঘটে? জেলাওয়ারি ফলাফলে দ্বিতীয় স্থানটি ধরে রাখে। আর ২০১২–তে জেলাওয়ারি ফলাফলে কলকাতা ছিল সর্বোচ্চ স্থানে। দ্বিতীয়তে পূর্ব মেদিনীপুর আর ২০১৭তে সেই পূর্ব মেদিনীপুর চলে এলো প্রথম স্থানে আর কলকাতা নেমে গেল পঞ্চম স্থানে। এ ঘটনায় কলকাতার শিক্ষামহলের বক্তব্য, এজন্য দায়ী কলকাতার ছাত্ররা। কলকাতার ছাত্রীরাই কলকাতার ছাত্রদের টেনে নিয়ে চলেছে। কলকাতার ছাত্রীদের তবুও একটু অনুশাসন আছে। আর ছাত্ররা! সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে গত ছ'বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কলকাতা জেলার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ছাত্রীদের পাশের হার ছাত্রদের পাশের হারের থেকে পাঁচ শতাংশের বেশি। ২০১৭তে বেশি ৬.০২ শতাংশ, ২০১৬তে বেশি ৫.০১ শতাংশ, ২০১৫–তে ৬.৮২ শতাংশ, ২০১৪তে বেশি ৬.৭৪ শতাংশ, ২০১৩তে ৬.৭৭ শতাংশ আর ২০১২–তে বেশি ৫.৩১ শতাংশ। এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে কলকাতায় ছাত্রদের পাশের হার

উচ্চমাধ্যমিক

গতবারের তুলনায় ০.৭৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সেখানে ছাত্রীদের পাশের হার ০.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুধু তাই নয়, রাজ্যে ছাত্রীদের পাশের হার ২০১৬–র তুলনায় এবার এক শতাংশ বেড়েছে। আর ছাত্রদের পাশের হার বেড়েছে মাত্র ০.০৪ শতাংশ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবার–সমাজ যখন ছাত্রছাত্রী উভয় সমান সুবিধা প্রদান করছে, তখন ছাত্রীদের প্রমাণ করার তাগিদই সাফল্যের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হওয়া কলকাতার বেহালার শখেরবাজারস্থিত কলকাতা পুরসংস্থার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মঞ্জিষ্ঠা সাহা ও ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ব্যাচারাম চ্যাটার্জি রোডের বাসিন্দা রাজ্যে নবম স্থানাধিকারী আস্থা তুলসিয়ানের।

এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় প্রথম দশে থাকা ৫৩ জনের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১৩ জন। কলকাতার ছাত্রছাত্রী রয়েছে ১১ জন। ছাত্রী ৫ জন। কিন্তু কলকাতার এই ১১ জনের চার জন বাংলা মাধ্যমের। অষ্টম স্থানাধিকারী অলিপ্রিয়া দাস ও দশম স্থানাধিকারী বেনিয়াটোলার কুহু ঘোষ আর সপ্তম স্থানাধিকারী দমদম ক্যান্টনমেন্টের সুপ্রকাশ পাল ও নবম স্থানাধিকারী টালিগঞ্জ ফাঁড়ির মানবেন্দ্র দাস।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৩ জুন – ৯ জুন, ২০১৭

জিডিপি নিয়ে টিআরপি বাড়ানোর চেষ্টা

জিডিপি বাড়া –কমা নিয়ে ফের শুরু হয়েছে কেন্দ্র রাজ্য তরজা। যথারীতি এবারেও আগ বাড়িয়ে তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। অবশ্য গত মার্চ ত্রৈমাসিকের জিডিপি ৬.১ এ নেমে আসাতে তিনি বড় মুখ করে বলছেন, আগেই তো বলেছিলাম নোট বাতিলের মাশুল দিতে হবে দেশকে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই রাজনৈতিক বক্তব্যকে আমল দিচ্ছেন না অর্থনৈতিক পণ্ডিতরা। তাঁদের সাফ বক্তব্য, এ বছরের সার্বিক জিডিপি ৭.১ রয়েছে। যা যথেষ্ট সন্তোষজনক। আগামী দিনে জিডিপির খতিয়ান আরও বাড়বে। শুধু তাই নয়, দুনিয়াখ্যাত রেটিং এজেন্সি মুডিজ জানাচ্ছে, আগামী ২০১৭–১৮ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি ৭.৫ ও ২০১৮–১৯ অর্থবর্ষে এদেশের জিডিপি ৭.৭ হয়ে উঠবে। এর থেকেই বোঝা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতামত এক লাইনে চলছে না। আর নোটবন্দি নিয়ে এই এত চেঁচামেচি হচ্ছে তার ফলে ভারতের অর্থনীতি যে যথেষ্ট স্বচ্ছ হয়ে উঠছে তাও দিনের আলোর মতো পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি যাঁদের জন্য এই নোটবন্দি করা সেই সাধারণ মানুষের সমর্থন যে মোদি সরকার অকাতরে পেয়েছেন তাও বোঝা যাচ্ছে একের পর এক নির্বাচনে বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্যে। সবথেকে বড় কথা উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে যে প্রাণ ঢালা সমর্থন পদ্মের ঝুলিতে উপচে পড়েছে তা সাফ বুঝিয়ে দিচ্ছে নোটবন্দি এফেক্টের কথা। এমনকি এ রাজ্যেও বিজেপির যে ভোট এত বাড়ছে তার পিছনেও কেন্দ্রের সাহসী সিদ্ধান্ত ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। টাকা তোলার লাইনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজনের দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনাকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের কুফল হিসেবে। অথচ বাস্তব বলছে শারীরিক অসুস্থতার কারণেই এঁদের মৃত্যু হয়েছিল। এভাবেই অর্থনীতিকে রাজনীতির পঙ্কিল আবহে টেনে ফেলার বহু চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও তা সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিছুদিন আগে বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষাও বলেছে নোটবন্দির ফলে প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে সুদূরপ্রসারীভাবে লাভবান হবে ভারতীয় অর্থনীতি। অর্থাৎ সবদিক থেকেই অর্থনীতির কোর্টে উড়ে গিয়েছে রাজনীতির বুদবুদে ভরা অভিযোগ। তাই একটামাত্র কোয়ার্টারের ফলাফল দেখে জিডিপি নিয়ে এতটা সরব হওয়া বোধহয় ঠিক নয়। আরেকটা ব্যাপার কিছু কিছু মহলের তরফ থেকে তুলে ধরা হচ্ছে যে গতবছর বর্ষার আনুকূল্য পেয়েছে বলে নাকি কৃষিপণ্যের হাত ধরে জিডিপির উত্থান হয়েছিল। এই ধরণের কথা বলার আগে একটা জিনিস ভেবে রাখা বিশেষ জরুরি। ভারত বরাবর কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত। সুতরাং কৃষিপণ্যের হাত ধরে এখানে অন্তত জিডিপি বাড়ানোর শর্টকার্ট অবলম্বন করতে হয় না।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

জীবনের এক অবস্থায়–এক পরিবেশে যাহা কর্তব্য,অপর অবস্থায় অন্যরূপে পরিবেশে তাহা কর্তব্য নয় এবং হইতে পারে না।

উদাহরণ: সকল মহাপুরুষেরই উপদেশ–অশুভের প্রতিরোধ করিও না, অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। আমরা সকলেই জানি, যদি আমরা কয়েকজনও এই নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, সমুদয় সমাজগঠন ভাঙিয়া পড়িবে, আমাদের সম্পত্তি দুষ্ট লোকের হস্তগত হইবে, আমাদের জীবনও তাহারাই পরিচালিত করিবে–আমাদের লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। মাত্র একটি দিন যদি এইরূপ অপ্রতিকার নীতি কার্যে পরিণত করা হয়, তবে সমাজ ধ্বংসের পথ ধরিবে। তথাপি আমরা বিচার বিশ্লেষণ ব্যাতিরেকে অপ্রতিকার রূপ উপদেশের সত্যতা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাকি। উহাকে আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কেবল ওই মত প্রচার করিলে মানবজাতির এক বিরাট অংশকে নিন্দিত করা হয়। শুধু তাহাই নয়, উহাতে তাহাদের বোধ হইবে যে, তাহারা সর্বদাই অন্যায় করিতেছে এবং তাহাদের সকল কাজেই মনে বিবেকের সঙ্কোচ অনুভব করিবে। ইহা তাহাদের দুর্বল করিয়া দিবে, এবং অন্যান্য দুর্বলতা অপেক্ষা প্রতিনিয়ত এইরূপ আত্মগ্লানি হইতে অধিকতর পাপ উদ্ভূত হইবে।যে ব্যক্তি নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অবনতির দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে। জাতি সম্বন্ধেও এ কথা সত্য।

আমাদের প্রথম কর্তব্য নিজেকে ঘৃণা না করা। উন্নত হইতে হইলে প্রথমে নিজের উপর, তারপর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আবশ্যক। যাহার নিজের উপর বিশ্বাস নাই, তাহার কখনই ঈশ্বরের বিশ্বাস আসিতে পারে না। কর্তব্য ও সদাচার অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। অন্যায়ের প্রতিকার করিলে সর্বক্ষেত্রেই যে অন্যায় করা হইল তাহা নয়।

ফেসবুক বার্তা

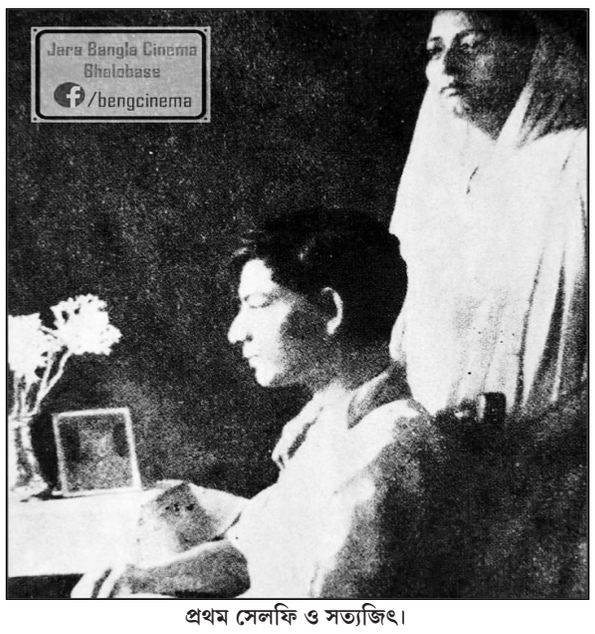

প্রথম সেলফি ও সত্যজিৎ।

শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন উল্টো বেশে

নির্মল গোস্বামী

'নারদ' কান্ড নিয়ে এতো কথা বলা হয়েছে, এতো কথা মানুষ শুনেছে, যে আর নতুন করে কিছু বলার নেই। আর বললেও মানুষ শুনতে চায় না। এটা জনগণের দোষ নয়, এটা খুব স্বাভাবিক যে অভিযুক্তদের যদি কোনও কেসে সাজা না হয় তাহলে কেসটা যে সাজানো বা মিথ্যা তা সহজেই জনগণের মনে দানা বেঁধে যায়।

পশ্চিমবঙ্গে নারদ কান্ডে এই জিনিসই ঘটছে। প্রায় বছর দুই ঘুরতে চলল নারদ কান্ডের ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে নেতা মন্ত্রী, পুলিশের বড় কর্তা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে যাওয়া এক সাংবাদিকের থেকে টাকা নিচ্ছে। সাংবাদিক সেই ফুটেজ প্রকাশ করেছে। বিরোধীরা হইহই করে উঠল। সৎ নাগরিকরা শঙ্কিত হল। কাদের হাতে রাজ্যের ভার! মুখ্যমন্ত্রী থেকে শাসক দলের সকলেই চক্রান্ত চক্রান্ত বলে প্রচার করতে লাগল। ভোটে জিতে গেল। নেতা–মন্ত্রীরা বলল বলেছিলাম চক্রান্ত, দেখলে তো পশ্চিমঙ্গে মানুষ বিশ্বাস করে নি। কিছু মানুষ বড় খুঁতখুতে আছে তারা চায় অপরাধের কিনারা হোক। প্রকৃত অপরাধীরা শাস্তি পাক। তা না হলে সমাজে সততার মূল্যই থাকবে না কিছুই। উচিত ছিল রাজ্য সরকারের ফুটেজের সত্য মিথ্যা যাচাই করে শাস্তি বিধান করা। তা যখন করল না তখন নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে কেস ফাইল হল। হাইকোর্ট ফুটেজ পরীক্ষার জন্যে ল্যাবে পাঠাল সেখান থেকে রিপোর্ট হল ৭০ ভাগ ফুটেজ যা খুলতে পারা গিয়েছে সব সত্যি। তারপরে সেই তদন্ত কে করবে তাই নিয়ে মামলা হল। হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের আদেশ দিল। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইডি এতো দিন পরে শীতঘুম ভেঙে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে তদন্তের ভার নিল। বিরোধীরা বা সৎ ন্যায় নিষ্ঠা আইননিষ্ঠ নাগরিকরা ভাবল যে যাক এবার বোধ হয় একটা ফল দেখতে পাব। চিট ফান্ডে কান্ডে যেমন রাঘব বোয়ালদের সিবিআই ধরছে এবার নারদ কান্ডে যাদের ছবি দেখা গিয়েছে তাদের সব জেলে স্থান হবে।

কিন্তু শিব ঠাকুরের দেশে আইন কানুন সব উল্টো। আগের মতো উল্টো পথেই চলতে শুরু করল সেন্ট্রাল এজেন্সি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমি আগে জানলে অন্য ব্যবস্থা করতুম। মানুষ বিশ্বাস করে ভোট দিল। তারপরই দেখা গেল মেয়রের স্ত্রী এফআইআর করল তার সম্মানহানি হয়েছে এই জন্য। কারণ তাঁর স্বামীর সম্মান নষ্ট মানে তারও সম্মান নষ্ট। তাই যে সম্মান নষ্ট করেছে তাকে ধরো। ভাবখানা যেন মন্ত্রীর। বাচ্ছা ছেলে তাদের চকোলেটের লোভ দেখিয়ে তাদের দিয়ে কোনও খারাপ কাজ করিয়ে নিয়েছে। তাই কেন তুমি লোভ দেখালে? চকোলেট কেনার টাকা কোথায় পেলে? সেই নিয়ে খোঁজ খবর শুরু হল। ম্যাথু স্যামুয়েলকে পারে তো জেলে পুরে দেয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল মেয়র সাহেবের অপমান বোধ নেই। থাকলে তিনিই এফ আই আর করতে পারতেন। কিন্তু ওই যে শিবঠাকুরের দেশে সবই উলটো। কলকাতা পুলিশ পারে তো ম্যাথুকে জেলে পুরে দেয়। শেষে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে কলকাতা পুলিশের জেরার হাত থেকে অব্যাহতি পায়।

ধরা যাক কোনও কারণে এক জন রাত্রি করে বাড়ি ফিরছে। পাড়ার রাস্তায় এসে দেখল একজন চোর প্রতিবেশীর ঘর থেকে চুরি করে বের হচ্ছে। সেই ব্যক্তি সৎ সাহসে ভর করে বমাল সমেত চোর ধরল। কিন্তু দেশের কোতওয়াল সাধারণ কোতওয়াল নন। তাই তিনি চোর কে কিছু না বলে সেই সাহসী ব্যক্তিকেই প্রশ্ন করল তুমি এতো রাত্রে কি উদ্দেশ্যে রাস্তায় ছিলে? তুমি যে অসৎ উদ্দেশ্যে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিলে না তার প্রমাণ কি? তুমি হয়তো অন্য বাড়িতে চুরির মতলবে ঘুরছিলে ইত্যাদি ইত্যাদি— এখানে অনেকটা সেইরকম হচ্ছে না কি? অভিযুক্তরা কেউ কিন্তু ,একবারও বলেনি যে ফুটেজ নকল। কেউ কিন্তু প্রকাশ্যে বলেনি যে আমি টাকা নিই নি? শুধু বলেছে যে জনগণ ভোটেই তার

জবাব দেবে। তাই যদি হয় তাহলে পুলিশ, আইন, আদালত আছে কেন? কেউ অপরাধী কিনা তা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারের প্রয়োজন নেই। তাকে যে কোনও ভোটে দাঁড় করিয়ে সত্য তথ্য পেল। অভিযুক্তরা কেউ ফুটেজ জাল বলে কেস করল না। এরপরও তদন্তের আর কি বাকি থাকতে পারে। এবার অভিযুক্তদের ডেকে জেরা করে ফুটেজে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। তারপর দেশের আইন যদি বলে ঘুষ নেওয়া অপরাধ তাহলে শাস্তি পাবে না হলে কেস ডিসমিস। এটাই সোজা পথ।

সিবিআইও কিন্তু রাজ্য পুলিশের পথে হেঁটে আগে ম্যাথুকে জেরা— কে টাকা দিল? কেন টাকা দিল? ইডি ও সাত ঘন্টা ধরে জেরা করেছে। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের কেউ জেরা করল না কেন? কেন জানতে চাইল না যে চক্রান্তটা কি? গ্যাস অম্বলের ওষুধ দিতে যাব বলে ম্যাথু কি জোর করে টাকার বান্ডিল ধরে দিল? আর কচি খোকারা তা তোয়ালে জড়িয়ে আলমারিতে তুলে রাখল।

সিবিআই আবার অমিতাভ চক্রবর্তীকে যিনি হাইকোর্টে কেস করে ছিলেন জিজ্ঞাসা করেছে আপনি কেন কেস করেছেন? এ প্রশ্ন করার অধিকার কি সিবিআই–এর? হাইকোর্ট নিশ্চয় কেসের মেরিট যাচাই করে কেস গ্রহণ করেছে। মেরিট না থাকলে কেস গ্রহণই করত না। একজন সৎ ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করা হয় আপনি কেন সৎ? তবে কি উত্তর দেবে? এক্ষেত্রেও তাই। তিনি কেন কেস করেছেন এই প্রশ্ন আদালত করেনি। কোনও কেসে যদি অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য প্রমাণ মিলিয়ে দেখা যায় যে অভিযোগ সম্পূর্ণ বে–বুনিয়াদ, মিথ্যা তখন যে কেস করেছে তাকে প্রশ্ন করা হয় কেন আপনি মিথ্যা মামলা করেছেন? তার জন্য জরিমানাও ধার্য করতে পারে কোর্ট। কিন্তু যার কেসের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে তদন্তের ভার দেয় এবং সিবিআই অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের আগেই যে কেস করছে তাকে যদি প্রশ্ন করে কেন কেস করেছেন, তাহলে বুঝতে হবে 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়''।

পুলিশ গোয়েন্দারা কি ছদ্মবেশে অপরাধীদের ধরে না? কোনও অ্যান্টিক বিক্রেতাকে ধরতে ক্রেতা সেজে পুলিশ যায় না? সেটা অপরাধ? সেটা কি চক্রান্ত? দেশের অন্যান্য রাজ্যে স্টিং ধরা পড়েছে নেতামন্ত্রীরা কই সেখানে তো বলা হয়নি চক্রান্তের কথা? যে ধরেছে তাকে ধরে টানাটানি করেনি তদন্তকারী সংস্থা? যারা সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে দেশের কাজ করছে তারা কতটা সৎ তা যাচাই করার অধিকার একজন সাধারণ মানুষের কি নেই? আর সাংবাদিকদের কাজটাই তো তাই? গোপন ক্রাইমকে প্রকাশ করা। কোনও সত্য প্রকাশের জন্য ছলনার আশ্রয় নেওয়া অন্যায় নয়। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীতে বিভিন্ন দেবতারা কত বার কতজনকে ছলনা করে দেখেছে সে কতটা সৎ। পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে তবেই তো যথার্থ গুণী প্রমাণিত হবে। উল্টে বলা যায় বিচারের নামে তদন্তের নামে কাল হরণের কৌশল গ্রহণ করেছে তদন্তকারী সংস্থা। এতো বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে এক প্রকারের ছলনা। অভিযুক্তরা সব প্রভাবশালী তাই আটঘাট বেঁধে তাদের জেরা করতে হবে। যেন প্রভাবশালী নেতামন্ত্রীদের সব তথ্য জানে অমিতাভবাবু আর ম্যাথু। তারা সব তাদের গোপন সম্পত্তির হদিশ দেবে তবে সিবিআই আর ইডি ঝাঁপিয়ে পড়বে। এখন সবই উল্টো পথে চলে। প্রকাশ্যে ঝগড়া গোপনে দিদিভাই মোদিভাই আঁতাত। তাই হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট বললেও তদন্ত চলে উল্টো পথে। সবই কেমন যেন এলোমেলো বেসুরো খাপছাড়া?

মাধ্যমিকে গত তিন বছর যাবৎ বিজ্ঞানে নম্বর কমছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার নয়া পাঠক্রম–পাঠ্যসূচি শুধু নয়, প্রশ্নপত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটায় অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে পিছনে রেখে নিয়মিত পরীক্ষার্থীরা সমস্ত বাঁধাকে টপকে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে দৃষ্টান্তমূলক নম্বর তুলেছে। পড়ুয়ারা যখন জানতে পেরেছে যে, প্রচুর ছোট প্রশ্ন আসবে, তখন পড়ুয়ারা পাঠ্যসূচির সমস্তটাই ভালো করে পড়েছে। আর বিজ্ঞান শিক্ষকরা পড়ুয়াদের তেমনভাবে না পড়ানোয় নম্বর পাওয়ার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের শিক্ষাবিদদের মধ্যে এ ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পর্ষদ সভাপতি ফল প্রকাশের প্রারম্ভে বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।' কল্যাণবাবু আরও বলেন, 'সাফল্যের হারের ক্ষেত্রে ছাত্রীরা সামান্য পিছিয়ে থাকলেও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজ যখন ছাত্রছাত্রী উভয়কে সমান সুবিধা প্রদান করছে, তখন ছাত্রীরা অচিরেই ছাত্রদের সাফল্যের হারকে ধরে ফেলবে।' সেদিক দিয়ে সাংবাদিকদের বিতরিত সম্ভাব্য মেধা তালিকায় প্রথম দশটি পদে বাঁকুড়া জেলা থেকে মোট ১৭ জন স্থান করে নিয়েছে। তাতে ছাত্রীর সংখ্যা পাঁচ জন।

প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম স্থানে বাঁকুড়ার ছাত্রীরা আসন অলঙ্কৃত করেছেন। প্রথম দশটি পদে বীরভূম জেলা থেকে মোট সাতজন রয়েছে। ছাত্রীর সংখ্যা দু'জন। অষ্টম ও নবম স্থানে পূর্ব মেদিনীপুরের ছাত্রীরা রয়েছে। হুগলি জেলা থেকেও পাঁচ জন রয়েছে। ছাত্রীর সংখ্যা একজন। অদিতা দাসের স্থান নবম। আর কলকাতা থেকেও রয়েছে পাঁচজন। ছাত্রীর সংখ্যা ওই একজন। পাইপাড়ার মধুমন্তী দে'র স্থানও নবম। সর্বমোট ৭০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৬৮১–৬৯০ এই ১০টি পদের সম্ভাব্য মেধা তালিকায় ৬৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২০ জন। শতাংশের বিচারে ২৯। এবার পরীক্ষা শেষের ৮৪ দিন পর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে।

'এএ' পাওয়া বিষয়ভিত্তিক পড়ুয়ার সংখ্যা

বিষয়	২০১৭	২০১৬	২০১৫	২০১৪
বাংলা	১২,৮৫৯	১০,৭১৮	৬,৬১৭	৪,৩৭৭
ইংরেজি	১১,৪১৯	৬,১৩৪	৩,৫৪৬	৭,৬০৭
গণিত	২৪,৪৯২	২৭,৩৪৮	৩৮,১৬৩	৩০,৬৩৪
ভৌতবিজ্ঞান	১৪,৬১২	৩১,৯৮৯	৩০,৮০৯	২১,৭৭৯
জীবনবিজ্ঞান	২৮,০৪১	৫৪,৫৮৪	৬০,৩১৩	৪৯,৭৯৯
ইতিহাস	১৯,২২৫	৫,৯১০	১২,৬৪০	৬,১১২
ভূগোল	২৮,০৫৩	১২,৮০৩	৮,৬৭১	১৩,৯৩২

'এএ' : ৯০–১০০, তথ্য : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

গোসাবার মেধাবী কৃষ্ণকলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : পাঠ্যবই এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না পড়েই এতবড় পরীক্ষায় বসেছে সে। কেননা তার কোনও রেফারেন্স বই নেই। ভুল হলে অঙ্ক, ইংরেজি, শুধরাতে ছুটতে হত স্কুলে। কেননা তার কোনও গৃহশিক্ষক ছিল না। হতদরিদ্র পরিবারের এই মেয়েটি এবার উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৪৬ নম্বর পেয়ে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করল। গোসাবার কৃষ্ণকলি এবার শত অভাব অনটনের মাঝেও উচ্চমাধ্যমিকে উজ্জ্বল। গোসাবা আরআরআই হাইস্কুলের দ্বিতীয় স্থান তারই। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার মন্ডল জানান কৃষ্ণকলি মেধাবী ছাত্রী। নিত্য অভাবের মধ্যেও শিক্ষকরা ওর অবস্থার কথা ভেবে ডেকে যতটা সম্ভব পড়িয়ে দিতাম। বাবা দিনমজুর। সামান্য চাষযোগ্য জমি। তা দিয়েই কৃষ্ণকলিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। ভালো গৃহশিক্ষক দিতে পারেননি বলে আক্ষেপ করে বাবা জানালেন, আমি জানি একটু ভালো গাইড পেলে আরও ভাল ফল করতে পারত সবই কপাল। কৃষ্ণকলি বড় হয়ে শিক্ষক হতে চায়। সে কথা নিজ মুখে বলেই লজ্জায় জিভ কাটে সে। বলে দেখি যতদূর বাবা পড়াতে পারবেন ততদূর পড়ব। গোসাবার অভাবী বাড়ির মেধাবী ছাত্রীটি যেন স্বপ্ন দেখতেও ভুলে গিয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিকে সপ্তম স্বয়ংপ্রভার স্বপ্ন চিকিৎসক হওয়া

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার : বাবা অশোক সাউ ডায়মন্ড হারবার স্টেশনবাজারের একটা ছোট গুমটিতে বই বিক্রি করেন। আয় তেমন হয় না। সব বাধা উপেক্ষা করে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে সপ্তম হয়েছে স্বয়ংপ্রভা সাউ। মেয়েদের মধ্যে রাজ্যে দ্বিতীয়। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৩।

ডায়মন্ড হারবার হাইস্কুলের বিজ্ঞান শাখার ছাত্রী স্বয়ংপ্রভা। বাড়ি উত্তর হাজিপুরে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় স্বয়ংপ্রভা। মেডিক্যাল জয়েন্টে পরীক্ষা দিয়েছে সে। চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি গবেষণা করার ইচ্ছা আছে তাঁর। স্বয়ংপ্রভা পড়ার বইয়ের পাশাপাশি গল্পের বই পড়তে ভালবাসে। বাবার বইয়ের দোকান থাকায় বই পড়ার প্রতি স্বয়ংপ্রভার ঝোঁক ছোট থেকে। বই পড়ার সঙ্গে নাচতেও খুব ভালবাসে স্বয়ংপ্রভা। এদিন রেজাল্ট জানার পর স্কুলের শিক্ষিকরাও তাঁকে নিয়ে আনন্দ শুরু করে দেন। এই ফলের জন্য স্বয়ংপ্রভা স্কুলের শিক্ষকদের পাশাপাশি, বাবা–মা ও বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

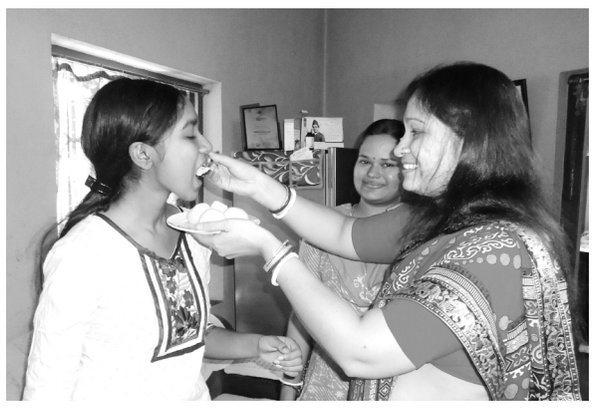

মাদ্রাসা ঘোষিত, মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিক রুটিন অঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : বেগম রোকেয়া ভবন যা ঘোষণা করতে পারল। তার থেকেও শত ক্ষমতাধর সল্টলেক সিটির ডিরোজিও ভবন বা বিদ্যাসাগর ভবন সেই ঘোষণা আপাতত স্থগিত রাখল। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ থেকে বছরে কমবেশি ৬৫ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে বছরে কমবেশি ১০ লাখ, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ থেকে বছরে কমবেশি ৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়। এদিকে রীতি অনুযায়ী প্রতি বছর মাদ্রাসা, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার দিনেই পরবর্তী বছরের পরীক্ষার নির্ঘন্ট যাবতীয় কিছু জানিয়ে দেওয়া হয়।

পরবর্তী বছরের পরীক্ষার্থীরা সেভাবে তৈরিও হতে থাকে। গত ১৬ মে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবিদ হুসেন ফলাফল প্রকাশ করে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, আগামী ২০১৮ সালের হাই–মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা শুরু হবে ৫ ফেব্রুয়ারি আর শেষ হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। আবিদবাবু আরও জানান, প্রথা মেনে প্রতি বছরই আমরা পরবর্তী বছরের পরীক্ষার নির্ঘন্ট তৈরির সময় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিই। আমরা আগে পরীক্ষাগুলি করেই। যাতে সেন্টার ও ভেন্যু নিয়ে কোনও সমস্যা না হয়। তাহলে এত কিছুর পরেও মাধ্যমিক পরীক্ষার আগামী বছরের নির্ঘন্ট প্রকাশে বাধা কোথায়?

গত ২৭ মে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের কিছু অসুবিধা থাকায়, এখনও সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারিনি।' কেন করলেন না, সে প্রশ্নের জবাব কল্যাণময় দেননি। আর গত ৩০ মে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভানেত্রী অধ্যাপিকা ড. মহুয়া দাস বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় নির্ঘন্ট জানার পরই আগামী বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বিস্তারিত প্রোগ্রাম এবং বার্ষিক কার্যনির্বাহী পরিকল্পনা সমস্ত কিছু সংসদের ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হবে। খুব শীঘ্রই সেটা হবে। তবে রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, আগামী বছর রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। কোন মাসে নির্বাচন হবে তা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন। তা এখনও চূড়ান্ত নয়। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগামী বছরের পরীক্ষার নির্ঘন্ট ঠিক করা যায়নি। প্রশাসনের এক কর্তার বক্তব্য, আগামী বছরের জানুয়ারির শেষ দিকে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে পারে। নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হলেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ঘন্ট ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

সাড়া ফেলল চিনসুরার দেবদত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : চুঁচুড়া কামারপাড়ায় অবস্থিত চিনসুরা দেশবন্ধু মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্র দেবদত্ত ঘোড়ুই এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কুলের মধ্যে ৬৬৭ শীর্ষ নম্বর পেয়ে চমকে দিয়েছে। পরীক্ষার জন্য তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন স্থানীয় গৃহ শিক্ষক অপূর্ব চক্রবর্তী। চন্দননগর হলদিডাঙা এলাকার বাসিন্দা। দেবদত্তের বাবা ও মা দুজনেই চাকরি করেন। বাবা সুকুমার ঘোড়ুই নবান্নর সমাজ কল্যাণ দফতরে। দিদি দেবস্মিতা দিল্লিতে আইএসএ ট্রেনিং শেষ করে এখন বাড়িতে রয়েছেন। ওর ছয়জন গৃহশিক্ষক ছিলেন সে বাংলায় ৯০, ইংরাজিতে ৯৩, গণিতে ৯৭, জীবনবিজ্ঞানে ১০০, পদার্থবিজ্ঞানে ১০০, ইতিহাসে ৯১, ভূগোলে ৯৬। বড় হয়ে দেবদত্ত চিকিৎসক হতে চায়।

মাধ্যমিক : জেলায় জেলায় তারকা সমাবেশ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বিশ্বজিৎ পাল ও মেহেবুব গাজী

মায়ের সঙ্গে মাসুম আখতার

এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে ছয়জন চতুর্থ স্থান পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের কাকদ্বীপ থানার সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির স্কুলের ছাত্র মহঃ মাসুম আখতার। মাসুমের মোট নম্বর ৬৭০। বাংলা–৯৪, ইংরাজি ৮৭, গণিত ১০০, ভূগোল ৯৯, জীবনবিজ্ঞান ৯৮, ভৌতবিজ্ঞান ৯৭, ইতিহাস ৯৫। এই জেলার কুলপি ব্লকের রামেশ্বরপুর গ্রামের বাসিন্দা সহিদুল ইসলাম মন্ডল। তার একমাত্র ছেলে মাসুম। মেয়ে সামিমা ইসলাম। স্ত্রী মনিরা বেগম রামকৃষ্ণপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্যারা শিক্ষিকা। সহিদুল কাকদ্বীপ মহকুমা শাসক কার্য্যালয়ে হেড ক্লার্কের চাকরি করেন। ছেলের পড়াশুনার জন্য কাকদ্বীপের দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে থাকেন। মাসুম সারাদিনে ৭ থেকে ৮ ঘন্টা পড়াশুনা করতো। আর সময় পেলে ক্রিকেট খেলতে চলে যেত। সে ক্রিকেট খেলতে এবং সব ধরনের গান শুনতে ভালবাসে। বড় হয়ে সে একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হয়ে সুন্দরবনবাসীর সেবা করতে চায়।

শনিবার সকালে যখন রাজ্য জুড়ে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতে থাকে তখনই স্কুলগুলিতে ভিড় জমতে থাকে ছাত্র–ছাত্রী থেকে অভিভাবকদের। আর ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো এসে পৌঁছাল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের মালিরধার গ্রামে। কারণ এই গ্রামে থাকে এক কিডনি রোগী মাধ্যমিকের ছাত্রী রাধারানী বিশ্বাস। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার মোট নম্বর ৪৬২। সে বাংলা–৭২, ইংরেজি–৭৩, অঙ্ক–৫০, ভৌত বিজ্ঞান–৪৫, জীবন বিজ্ঞান–৬৭, ইতিহাস–৭০, ভূগোল–৮৫, কর্ম ও শরীরশিক্ষায় –৮৭ পায়। সে ক্যানিং রায়বাঘিনী হাইস্কুল থেকে পরীক্ষা দেয়। এই স্কুলের পরীক্ষার্থী ছিল ২১৮ জন। প্রথম বিভাগে ১১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৭৩ জন ছাত্রী পাশ করে। স্কুলটি ১৮৪৯ সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ৩ হাজার।

মায়ের সঙ্গে রাধারানী

প্রত্যন্ত মালিরধার গ্রামে মামার বাড়ির একটা মাটির ঘরে থাকে রাধারানী। বাবা দুলাল দাস অটো চালক ছিলেন। আট বছর হল এক দুর্ঘটনায় মারা যান তিনি। ছাত্রীর মা জ্যোৎস্না বিশ্বাস লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করেন। আর যেটুকু অর্থ পায় তা দিয়ে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তার কোনওমতে দিন চলে যায়। এমনকি মেয়েকে পড়ানোর জন্য টিউশনির মাস্টারও দিতে পারেন নি তিনি। তাছাড়া ছোট থেকে কিডনি রোগের সমস্যায় ভুগছে রাধারানী। এখনও সে চিকিৎসাধীন কলকাতার পিজি হাসপাতালে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রীর পড়াশুনার বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী। যে কোনও বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। শনিবার দুপুরে ছাত্রী ও তার মা স্কুলে সার্টিফিকেট ও রেজাল্ট নিতে এসে দুজনের চোখ জলে ভরে যায়। তবে স্কুলের শিক্ষকরা আশ্বাস দিয়েছে ভর্তি এবং বইপত্র সবই তারা ব্যবস্থা করে দেবে। ভাল রেজাল্ট করায় খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

রাধারানী বিশ্বাস বলে আমার খুব ইচ্ছা আমি ডাক্তার হব। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে হত দরিদ্র মানুষের সেবায় ব্রতী হতে চাই। সে আরও বলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পরিবেশ আছে মেডিক্যাল কলেজ করার। মুখ্যমন্ত্রী যদি এখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ করেন তাহলে বহু মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী উপকৃত হবে। আর আমার মাকে সুখী করতে চাই। শিক্ষক জাহির পৈলান বলেন রাধারানী খুব মেধাবী ছাত্রী। বিদ্যালয়ের সব শিক্ষক–শিক্ষিকারা সবসময় তার পাশে ছিল। আগামী দিনে এই ছাত্রী আরও উন্নতি করবে।

বীরভূম

অভীক মিত্র

এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশের মধ্যে ৭টি স্থান দখল করল বীরভূমের সাত কৃতী ছাত্র ছাত্রী। স্বভাবতই বাঁধনছাড়া উচ্ছাসে ভাসছে গোটা বীরভূম জেলা। রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের ছাত্র দীপ্তেশ পাল

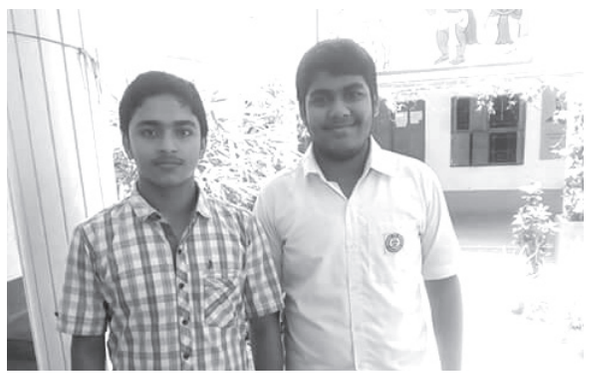

দুই কৃতী : শোভন মন্ডল (বাঁ দিকে) ও শঙ্খ পাল

৬৮৮ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ৬৮৬ ও ৬৮৪ নম্বর পেয়ে যথাক্রমে পঞ্চম ও সপ্তম স্থান অধিকার করেছে কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয়ের শঙ্খ পাল ও বীরভূম জেলা স্কুলের যীশু পাল।

৬৮৩ পেয় অষ্টম হয়েছে কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয়ের শোভন মন্ডল, বীরভূম জিলা স্কুলের সৌম্যদীপ চক্রবর্তী ও শান্তিনিকেতন নবনালন্দা বিদ্যালয়ের রুপকথা চন্দ। এছাড়াও ৬৮১ পেয়ে দশম হয়েছে সাইথিয়া টাউন হাইস্কুলের রাকেশ দে।

দীপ্তেশ পালের বাবা ব্যবসায়ী, মা গৃহবধূ। রামপুরহাট পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের সারদাপল্লির বাসিন্দা। দীপ্তেশের বিষয়ভিত্তিক নম্বরগুলি হলো–বাংলা ৯৭, ইংরাজী ৯৮, গনিত ১০০, ভৌতবিজ্ঞান ১০০, জীবনবিজ্ঞান ৯৮, ইতিহাস ৯৮, ভূগোল ৯৭। অঙ্ক নিয়ে গবেষণা করতে চায় দীপ্তেশ। দীপ্তেশকে শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রী আশিস ব্যানার্জি।

শঙ্খ পালের বাবা প্রামাশিস পাল জীবনবিমা নিগমের এজেন্ট, মা বকুল পাল গৃহবধূ। হটিনগর গ্রামে বাড়ি। প্রিয় খেলোয়াড় বিরাট কোহলি। একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ফর্ম তুলবে বলে জানায় শঙ্খ।

যীশু পালের প্রাপ্ত নম্বর হল – বাংলা ৯৬, ইংরেজি ৯৭, গণিত ১০০, ভৌতবিজ্ঞান ৯৯, জীবনবিজ্ঞান ৯৯, ইতিহাস ৯৪, ভূগোল ৯৯ । বাবা ভবতারণ পাল। অষ্টম হওয়া শোভনের বাড়ি কাঠডিহা গ্রামে। বাবা সুভাষকুমার মন্ডল কামারহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মা নূপুর মন্ডল গৃহবধূ। দুই ভাই। নিয়মিত ৮ ঘন্টা পড়তো সে। প্রিয় খেলোয়াড় বিরাট কোহলি। একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ফর্ম তুলবে বলে জানায় শোভনও। সৌম্যদীপের বাবা সুমন্ত চক্রবর্তী শিক্ষক। তার বিষয়ভিত্তিক নম্বরগুলি হলো–বাংলা ৯৭, ইংরেজি ৯৫, গণিত ১০০, ভৌতবিজ্ঞান ৯৬, জীবনবিজ্ঞান ৯৯, ইতিহাস ৯৬, ভূগোল ১০০। ধ্রুপ্রদী সংগীতে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। আদিবাড়ি ঝাড়খন্ডের গড়জুড়ি গ্রামে। বর্তমানে সিউড়ি বিবেকানন্দপল্লিতে থাকে। বড়ো হয়ে আইএএস অফিসার হতে চাই সৌম্যজিত। শান্তিনিকেতন নবনালন্দা বিদ্যালয়ের ছাত্রী রুপকথা পদার্থবিদ্যা নিয়ে রিসার্চ করতে চায়। সাঁইথিয়া টাউন হাইস্কুলের রাকেশের বাড়ি লাউতোড় গ্রামে।

দুই পা অকেজো, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি তবুও মাধ্যমিকে ৬৬১ নম্বর পেলো বীরভূম জেলার রনপুর গ্রামের গিরিধর মন্ডল । সিউড়ির হুসনাবাদ সুরেন ব্যানার্জি স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয় থেকে ২০১৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল গিরিধর। বাবা নারায়ণ মন্ডল মুদি দোকানের কর্মচারি, দাদু ষষ্ঠীধর মন্ডল প্রাক্তন এনভিএফ কর্মী। দাদু প্রতিদিন সাইকেলে করে বিদ্যালয়ে নিয়ে যায় আবার নিয়ে আসে। গিরিধর পেয়েছে বাংলায় ৯২, ইংরেজিতে ৯১, গণিতে ১০০, ভূগোলে ৮৭, ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, জীবনবিজ্ঞানে ৯৬, ইতিহাসে ৯৫ । কলাবিভাগ নিয়ে পড়তে চায় সে।

কীর্নাহার উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৬২৪ নম্বর পেয়েছে অমিতকুমার মন্ডল। বাবা পেশায় দিনমজুর। মাড়গ্রাম উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৬৪৪ নম্বর পেয়েছে শ্যামলকুমার দাস। বাবা গোপীনাথ দাস পেশায় তাঁতশিল্পী। মডেল নিয়ে জাপান যাবে মাধ্যমিকে ৬৪৪ নম্বর পাওয়া শ্যামলকুমার দাস। গিরিধর, অমিত, শ্যামল প্রত্যেকেই শারিরিক বা অর্থনৈতিক বাধা পেরিয়ে আজ জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষায় সফল। কিন্তু এরপর এদের কি হবে? এদের ভবিষ্যতে পড়াশুনার পথে বাধা অর্থ। এদের কে সাহায্য করবে? সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে একমাত্র সময়ই ।

হাওড়া

বাপীলাল দে

জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা বলে কথা, তাই রাতে দুচোখের পাতা কিছুতেই এক করতে পারেনি। সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতেই সমস্ত রাত কখন যেন ফুস করে ফুরিয়ে গেল তা বুঝতেই পারল না। ভোর পৌনে পাঁচটায় বিছানা ছেড়ে উঠেও আতঙ্কে আর টেনশন যেন মনে কেজি কেজি পাথর চাপিয়ে রেখেছে বলে মনে হয়। সময় যত এগিয়ে আসছে আর মনে ততই টেনশন। এই কথাগুলি কোনও ছাত্রীর মুখের কথা নয়। কথাগুলি বলেছেন ছাত্রী মেহেন্দি রায়ের মা অপর্ণা রায়। মেহেন্দি এবারে বরানগরের রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৪১৬ নম্বর পেয়ে এ গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইংরাজিতে ৮২ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে বলে জানালেন মেহেন্দি রায়ের মা অপর্ণা রায়। মেহেন্দির বাবা তপন রায় বরানগরেই একটি ছোটখাট দর্জির দোকান চালান। আর মা অপর্ণাদেবী বরানগরেই বেসরকারি সংস্থায় সামান্য বেতনে কর্মরত। ফলে সংসারে প্রবল অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি বলে জানালেন তিনিই। তবে এই টেনশন আর আতঙ্ক বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দেয়নি মেয়ে মেহেন্দি। কিন্তু শত আনন্দের মধ্যেও একটা আতঙ্ক। স্কুলে গিয়ে অপর্ণা দেবী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কাছে জানতে চান মেয়ে কোন বিষয় নিয়ে অনার্স পড়লে ভাল হবে? শিক্ষিকা পথ বাতলে দিয়ে বলেন নিউট্রিশন, ইকোজিও নিয়ে পড়াশোনা করলে ভাল হবে। কারণ স্কুলের চাকরির গন্ডি খুব সহজে পেরতে পারবে। চক্ষু চড়ক গাছ! অপর্ণাদেবীর সাধ আছে কিন্তু সাধ্যি নেই। তার কারণ দুজনে মিলে যা আয় হয় তাতে করে আর যাই হোক মোটা টাকা খরচ করে পড়ানো যায় না। তাই এখন থেকেই চিন্তায় বিভোর অপর্ণাদেবী এবং তপনবাবু।

হুগলি

মলয় সুর

অদৃতার বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির ডানদিক থেকে কাউন্সিলর গোবিন্দ দাশগুপ্ত, বিধায়ক অসিত মজুমদার। একেবারে বাঁদিকে অদৃতার বাবা অনিন্দ দাস।

এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মেধা তালিকায় হুগলির চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দির স্কুলের ছাত্রী অদৃতা দাস নবম স্থান দখল করেছে। তার প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৬৮২। বাংলায় পেয়েছে ৯৬, ইংরাজিতে ৯৫, গণিতে ১০০, জীবনবিজ্ঞানে ১০০, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৯, ইতিহাসে ৯৪ ও ভূগোলে ৯৮। শনিবার সকালে অদৃতাকে তার বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে প্রশাসনিক আধিকারিক রাজনৈতিক নেতা ও কৃষি বিষয়ক মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, স্থানীয় কাউন্সিলার গোবিন্দ দাশগুপ্ত ও বিশিষ্টদের ভিড় উপচে পড়ে। যদিও এবারে রাজ্যের মেধা তালিকায় ১৩ জন ছাত্রছাত্রী একই নম্বর পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে। অদৃতার পড়ার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম ছিল না। তাঁর বাবা অনিন্দ্য দাস দীঘাগরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা সোনালীদেবী গৃহবধূ। তাদের একমাত্র সন্তান অদৃতা। বাবা–মা দুজনেই বলেন আমাদের দিক থেকে মেয়ের পড়াশুনার উপরে কোনও চাপ ছিল না। ও নিজের মতো করে পড়ত। যদিও অদৃতা একটু ঘুম কাতুরে ছিল। শিশু শ্রেণী থেকেই চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দির হাই স্কুলের ছাত্রী। সে তার নিজের স্কুলেই উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে ভবিষ্যতে জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ডাক্তার হতে চায়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুমিত কুশারী ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা জ্যোতি বিশ্বাস তার এই সাফল্যে খুবই খুশি ও গর্বিত। অদৃতা জানাল, ফাঁক পেলেই টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখতাম। এমনকি আইপিএল ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান দলের সমর্থক ছিল সে। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার ভক্ত। এরই পাশাপাশি তার ডিটেকটিভ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই 'কাকাবাবু', সত্যজিৎ রায়ের 'পাহাড়ে ফেলুদা', সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'নীতিন মাসির গল্প', 'দুঃস্বপ্ন বারবার' বইগুলি পড়তে ভাল লাগে।

ময়ূরেশ্বরে খুন তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বরের বুধিগ্রামে খুন হলো এক তৃণমূল নেতা। মৃতের নাম আসগর আলি (৪২)। বাড়ি বড়তুড়ি গ্রামে। পেশায় ঠিকাদার ছিলো। ২৬শে মে সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলো। ২৭শে মে সকালে শ্যালোর পাশ থেকে গলার নলি কাটা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। দূরে বাইক পাওয়া যায়। যা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয় নি কেউ।

অটোর ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বৃহস্পতিবার বিকালে হেলিকপ্টার মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অটো সাইকেলের পিছনে ধাক্কা মারলে মৃত্যু হয় সাইকেল আরোহীর। মৃত সাইকেল আরোহীর নাম বিশ্বজিৎ দাস (৪২)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আমড়া বেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা রাজমিস্ত্রী বিশ্বজিৎ দাস সাইকেল করে বাড়ি ফেরার সময় বারুইপুরগামী একটি অটো সাইকেলের পিছনে ধাক্কা মারে। ক্যানিং হাসপাতালের চিকিৎসকরা বিশ্বজিৎকে মৃত বলে ঘোষণা করে। জখম ৩ অটো যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেয়।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রচন্ড গরমে রক্তের হাহাকার দূর করতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায় একটি রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেন সোনারপুরের মঙ্গলদ্বীপ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুরের বিডিও সৈকত মাঝি, কাউন্সিলর পাপিয়া হালদার, বিভাস মুখার্জি ও হেমন্ত মন্ডল। এছাড়া পুলিশের বড় কর্তা ডিএসপি (ক্রাইম) এম হোসেন, খেয়াদহ –২ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রবীর সরকার ও সাধারণ মানুষেরা। রক্তদাতাদের মধ্যে ছিলেন সোনারপুর থানার এসআই, এএসআই ও মহিলা কনস্টেবল এবং এলাকার সাধারণ মানুষ। সকাল ১০–৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান। রক্ত দেওয়ার জন্য লাইন পড়ে যায়।

বিবিআইটি পাবলিক স্কুলই শ্রেষ্ঠ

দীর্ঘ ৬ মাসের সার্ভেতে অভিভাবকদের মতামত

বিশেষ সংবাদদাতা : মোল্লারগেট থেকে অছিপুর এবং সন্তোষপুর থেকে আমতলা পর্যন্ত বিভিন্ন বাংলা মিডিয়াম বা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে বাবা ও মায়েদের সাথে কথা বলেছি দীর্ঘ ৬ মাস ধরে। আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিল?

১) স্কুলের পড়াশোনার গুণমান কেমন?
২) স্কুল থেকে মেন রোড কত দূরে?
৩) স্কুলে নিজস্ব খেলার মাঠ আছে কিনা?
৪) স্কুলের নিজস্ব সুইমিং পুল আছে কিনা?
৫) বাচ্চারা যে সব জিনিস বুঝতে পারে না তার জন্য আলাদা ক্লাস করানো হয় কিনা?
৬) স্কুলের নিজেদের ক্যাম্পাসের মধ্যে ক্যান্টিন এবং সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা আছে কিনা?
৭) নিজেদের ক্যাম্পাসের মধ্যে অডিটোরিয়াম আছে কিনা?

এইসব প্রশ্ন বাবা ও মায়েদের সামনে রেখেছিলাম তার উত্তর পাওয়া যায় ভালো পরিবেশ বলতে সেরকম কিছু নেই। কিন্তু বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের অভিভাবকরা বলেছেন মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে স্কুলটি। পড়াশোনা ভালোই হয়। তবে বাচ্চারা যেসব গাড়িতে যাতায়াত করে তাদেরকে রাস্তায় নামতে হয়। এটা একটা ভয়ের কারণ থেকে যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের ভিতরে গাড়ি পার্ক করে। আর খেলার মাঠ সব স্কুলে নেই অন্যদের মাঠ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে নিজেদের মাঠ আছে , জিম, সুইমিং পুল আছে যেটা অন্য সব বাচ্চারা ব্যবহার করে। এছাড়াও ছোট বাচ্চাদের আলাদা মাঠ ও পার্ক আছে। যেসব বাচ্চারা পড়াশোনা বা অন্য জিনিস বুঝতে পারে না তাদের জন্য আদালাভাবে কাউন্সেলিং করানো হয়ে থাকে। অন্য বাবা মায়েরা বলেছেন তাদের আলাদা ক্যান্টিন নেই। বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের অভিভাবকরা বলেছেন তাদের নিজস্ব ক্যান্টিন আছে। এছাড়া বিবিআইটি স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যে ১০০০ জন বসার অডিটোরিয়াম হল আছে। এবার শুনতে পাচ্ছি বিভিন্ন অভিভাবকরা বলছেন যে তাদের সন্তানদের কথা চিন্তা করে CBSE বোর্ড অনুমোদিত বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে বাচ্চাদের ভর্তি করবে কারণ এখানে ভর্তি করলে বিবিআইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিটেক এবং ডিপ্লোমা পড়ানোর সময় ছাড় পাওয়া যাবে।

Advt.

বিরল অস্ত্রোপচার জিসমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৪ পরগনার বজবজ থানার বুইতা অঞ্চলের একমাত্র ৩৮০ শয্যার জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটাল জনস্বার্থে মানুষের পরিষেবার জন্য সর্বদা একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হয়ে রইল বাথোবাটি গ্রামের ৩০ বছরের এক যুবক। ওনার গলার ডান অংশে একটি বড় মাংস পিন্ড ক্রমশ বেড়ে চলেছিল তার শৈশব বেলা থেকে। বিগত দুবছরে কোনও রকম চিকিৎসায় সুফল এবং সুরাহা পেতে অপারগ ছিলেন। তিনি যখন জিসম হাসপাতালে আসেন তখন তিনি কষ্ট এবং সামাজিক নির্যাতনে জর্জরিত ছিলেন। সেখানে প্রথম কলকাতার স্বনামধন্য শল্য চিকিৎসক ডাঃ ভি. লক্ষ্মণ এবং তাঁর সহকারী চিকিৎসক ডাঃ টিকে মন্ডল প্রথমবার তাকে আশার আলো দেখান এবং দীর্ঘ কাউন্সেলিং–এর পর অপারেশনের প্রতি রোগীকে রাজি করান যেহেতু এই ধরনের অপারেশনে জীবনহানির আশঙ্কা থাকে।

বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর, ডাঃ ভি লক্ষ্মণ এবং তার অনুগামীরা ২ ঘন্টার অপারেশনে সেই মাংস পিন্ড যার আয়তন তিন কেজি, সেটিকে শরীর থেকে বাদ দিতে সক্ষম হন। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর হল এত জটিল অস্ত্রোপচার হওয়ার পর ওই রোগীকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করে তোলে, এবং চারদিনের মাথায় চোখ মুখ থেকে দীর্ঘ কয়েক বছরের যন্ত্রণা এবং দুশ্চিন্তা উধাও। এই সম্পূর্ণ অস্ত্রোপচার হয় অত্যন্ত কম খরচে। জিসম হসপিটাল–এর কর্তৃপক্ষরা সম্পূর্ণ করেন। আশা করা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গুপ্তা মহাশয়ের এই প্রচেষ্টায় সকল মানুষ উপকৃত হবেন।

নাম পদবি পরিবর্তন

বারাসত কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের ১১–১১–২০১৬ তারিখের এফিডেভিট বলে আমার শ্বশুর মৃত কৃষ্ণপদ বর্মন, পিতা – মৃত সতীশ বর্মন, যথাক্রমে মৃত কৃষ্ণপদ পাড়ুই, পিতা – মৃত সতীশ পাড়ুই ও মৃত কৃষ্ণপদ দাস, পিতা – মৃত সতীশ দাস এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। আমাদের প্রত্যেকটি দলিলে এই তিন নাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কল্পনা বর্মন, স্বামী মৃত নবকুমার বর্মন
গ্রাম – সুবিদপুর, পোস্ট – পুরন্দরপুর
থানা – গাইঘাটা, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা।

বিজেপিতে যোগদান

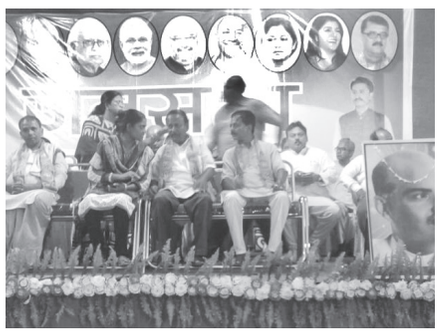

নিজস্ব প্রতিনিধি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দল তৃণমূল কংগ্রেসকে অল আউট আক্রমণ করলেন। শুক্রবার ভদ্রেশ্বর তেলেনিপাড়া মিলগেট মাঠে এক জনসভায় এই কথা বললেন বিজেপি রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষ। এই জনসভাতেই ভদ্রেশ্বর পুরসভার ৭নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজকুমার সাউ ও তার সহযোগী প্রায় এক হাজার কর্মী বিজেপিতে যোগ দিলেন।

সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)'র কার্যালয়
আলিপুর সদর মহকুমা

দক্ষিন ২৪ পরগনা, নবপ্রশাসনিক ভবন, ৭ম–তল, আলিপুর, কোলকাতা–২৭

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি নং – ৮৬১ তাং : ৩০–০৫–২০১৭

কৃষক বার্ধক্য ভাতা প্রদানের জন্য আলিপুর সদর মহকুমা (কৃষি)'র অন্তর্গত গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং–১, ক্যানিং–২, বারুইপুর, সোনারপুর, জয়নগর–১, জয়নগর–২, ভাঙর–১, ভাঙর–২, কুলতলী, বিষ্ণুপুর–১, বিষ্ণুপুর–২, বজবজ–১, বজবজ–২, ঠাকুরপুকুর–মেটিয়াবুরুজ এবং মহেশতলা এই ১৭টি (সতেরটি) ব্লকে বসবাসকারী এবং ৩০/০৬/২০১৭ তারিখে ষাটোর্ধ বয়সী এমন সাধারণ জাতি, তপসিলি জাতি, তপসিলি উপজাতি ভুক্ত কৃষক/বর্গাদার/কৃষি শ্রমিকদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। মোট শূন্যপদের সংখ্যা–২২৪। ব্লক ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা, নমুনা ফর্ম ও তথ্যাদির জন্য ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়, সহ–কৃষি অধিকর্তা ব্লক ও সহ–কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)'র কার্যালয়, আলিপুর সদর মহকুমা করণে যোগাযোগ করুন। প্রমাণপত্র, শংসাপত্র, সহ সঠিক ভাবে পূরণ করা দরখাস্ত সর্বশেষ ৩০/০৬/২০১৭ তারিখে বিকাল ৫ ঘটিকার মধ্যে নির্দিষ্ট ব্লকের সহ–কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে অবশ্যই জমা করতে হবে। সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)
আলিপুর সদর মহকুমা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
দূরভাষ : (০৩৩)২৪৮৪ ৪৪০০

৬২০/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/৩১.০৫.২০১৭

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, NIT NO–29,/kul/S24Pgs. /2017 Dated – 29.03.2017 তে মোট 01টি Drain & Solar System নির্মাণের জন্য Tender ডাকা হয়েছে, উক্ত Tender Memo No. এর জন্য ০৫/০৬/২০১৭ তারিখ বেলা 4–00 টা পর্যন্ত শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে নির্বাহী আধিকারিক,কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতিতে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

445 / 01/06/2017

হায়রে চিংড়ি !

আবার অরিন্দম

নানা বিপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে সচেতনতা করাই যার কাজ সেই প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য ফের ফিরে এলেন আরও কয়েকটি নিবন্ধ নিয়ে। এর আগে আলিপুর বার্তায় ধারাবাহিক ভাবে বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো প্রবন্ধ লিখে ইতিমধ্যেই সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। এবারের ৫টি প্রবন্ধ আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন তিনি।

কত রকম অভিজ্ঞতা যে এই পুলিশ বিভাগে কাজ করতে এসে অর্জন করতে পেরেছি মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়ে যাই।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। ভাইফোঁটার আগের দিন রাতে কলকাতার এক নামকরা মাছের বাজারে যখন আমি দাঁড়িয়ে কি মাছ কিনব ভাবছি তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। এক ভদ্রমহিলা ভাইফোটাতে ভাইকে গলদা চিংড়ি খাওয়াবার জন্য ৮৫০ টাকা কেজি দর ঠিক করে। মিষ্টভাষী দোকানদার ওজন করে এক কেজিতে আটটি চিংড়ি মেপে ওনাকে দিতে যাওয়ার সময় আমি চোখের সামনে এভাবে ভদ্রমহিলাকে ঠকাচ্ছে দেখে চুপ করে থাকতে পারিনি। আমি বৈধতায় সন্দেহ প্রকাশ করে এই ওজন সম্পর্কে জানতে চাইলে সে সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে আরও পাঁচটি চিংড়ি মহিলাকে দেওয়ায় উনি একটু অবাক হয়ে যান। আসলে এই দোকানদার আমায় চিনতে পেরেছে এই কারণে, এই ঘটনার প্রায় ছয়/সাত মাস আগে এই বাজারে ওজনে কারচুপি করার জন্য এক মাছ বিক্রেতাকে বাজার কমিটির সাহায্যে ওই বাজারে মাছ বিক্রি করা নিষিদ্ধ করায় সে ওখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় ফলে অনেকেই আজও আমাকে চেনেন। ভদ্রমহিলা কৌতূহল সম্বরণ না করতে পেরে পাঁচটি চিংড়ি বেশি দেওয়ার ব্যাপারটা জানতে চাইলে আমি কি করে এই অসাধু মাছ বিক্রেতা দাড়ি পাল্লায় এবং বাটখারা ঠিক রেখেও ওজন কম দেওয়ার কারচুপিটা বুঝিয়ে বলায় উনি হতভম্ব হয়ে ওই মাছ না কিনে অন্য দোকান থেকে মাছ কেনেন এবং ভাইফোঁটার দিনে আমাকেও বড় বোন হিসাবে নিমন্ত্রণ করেন।

কারচুপি – কিছু কিছু অসৎ ব্যবসায়ী মাছের আড়ৎ থেকে মাছ কেনার পর চিংড়ির লেজের নিচের দিকে সিরিঞ্জ দিয়ে এমন কি নোংরা জল ঢুকিয়ে মাছের ওজন বাড়াতে অভ্যস্ত। মজার কথা টুথপেস্ট যেমন একবার টিপে পেস্ট বার করলে

আর ভিতরে ঢোকান কষ্টসাধ্য, ঠিক তেমনি চিংড়ি মাছের ভেতরে যে জল কৃত্রিম ভাবে ঢোকানো হয় সেই জল মাছের ভেতরেই থেকে যায়। শত নাড়াচাড়া করালেও সেই জল মাছের শরীর থেকে বের হতে পারে না। ক্রেতা যখন মাছ কেনে তখন দাড়ি পাল্লা এবং বাটখারা ঠিক আছে কিনা ওই দিকেই লক্ষ্য রাখে, বুঝতেই পারে না আসল কারসাজিটা কোথায়, তাছাড়া এই নোংরা জল ঢোকান চিংড়ি মাছ খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

কি করে বুঝবেন? জল ঢোকানো এই সব চিংড়ি হাতে নিয়ে চিংড়ি মাছের পেটের দাঁড়াগুলো এবং লেজের দিকটা টিপলেই দেখবেন কমলালেবুর কোয়ার মত তুলতুল করছে। মাঝখান থেকে একটা দাঁড় ভাঙলেই বুঝতে পারবেন। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে ওখানে চেঁচামেচি করবেন এবং অবশ্যই উক্ত বাজারের কমিটির সদস্য এবং সেক্রেটারিকে জানতে ভুলবেন না। অনেক মাছ বিক্রেতা এবং বাজারের অন্য ব্যবসায়ীরা সৎভাবে ব্যবসা করতেই অভ্যস্ত। ওনারাই দেখবেন আপনার চেঁচামেচি শুনে আপনাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। চিংড়ি মাছের এই ছবিটা ২০১৫ সালে আমারই তোলা আর শুনলে ভাল লাগবে ছবিটা তুলতে সাহায্য করেছিল এক সৎ চিংড়ি মাছের ব্যবসায়ী। আমরা আইনত সেই সময় ব্যবস্থা নিলেও এখনও বহু জায়গায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই ব্যবসায় যুক্ত, পাঠকরা একটু সাবধান হলে ভাল হয়।

মাটি ও মানুষ

পরিচয়

কলকে ফুল–২২

ড. সুভাষ মিস্ত্রি : থিভেসিয়া পেরুভিয়েনা প্রজাতির কলকে ফুল ছোট বৃক্ষজাতীয় চিরহরিৎ উদ্ভিদ। পাতা লম্বাটে ও গাঢ় সবুজ। ফুল ঘন্টা বা কলকের মতো দেখতে। সাদা হলুদ, কমলা বর্ণের হয়। ফল বহুকোণাকৃতি। বিষাক্ত। ফুল–ফল সারা বছর হয়। কলকে ফুল গাছের রস দুধের মতো সাদা। বনকাটা জায়গায়, নদীর বাঁধে, বালুমাটিতে জন্মায়। ভূমিক্ষয় রোধ ও জ্বালানি উপযোগী। আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরিতে বহুল ব্যবহৃত কলকে ফুল শিবপূজায় ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ গৃহস্থরা নিজস্ব বাগানে লাগায়।

অন্যরকম

টগর গাছে জবা ফুটল

দাঁইহাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাগটিকরা বকুলতলার অনিতা পণ্ডিতের বাড়ি। ব্যাপারটা অলৌকিক নয়, জানালেন উদ্ভিদবিদরা। জবার পত্রমুকুল সহ ছাল টগর গাছে বেঁধে কলম বা 'স্কিন গ্রাফটিং' করলে এমনটি হয়।

গোলাপ চাষে সৌন্দর্যায়ন ও হাব তৈরির উদ্যোগ

অমিয় কুমার অধিকারী : উলুবেড়িয়া ১ নম্বর ব্লকের গদাইপুর চরে গোলাপের চাষ শুরু হয়েছে। ৩০ জন প্রান্তিক চাষি উলুবেড়িয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এমজিএনআর, ইজিএম প্রকল্পে উদ্যান পালন দফতরের অর্থের যোগানে এই প্রকল্প। পূর্বে চরের ওই সমস্ত উর্বর জমিতে সবজির চাষ করে প্রথমের দিকে মুনাফা হলেও শেষের দিকে লোকসানের খাতায় ছিল বলে জানান সমিতির সভাপতি মানস মন্ডল। এই চরগুলিতে গোলাপ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করে চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ২২,০০০ গোলাপের চারা রোপণ করা সম্ভব হয়েছে বলে উলুবেরিয়া ১ নম্বরের বিডিও মানসবাবু মন্তব্য করেছেন। ক্রমোন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকারের উদ্যান কমিশনের ২৯ মে পরিদর্শনে আসেন এবং হাটগাছা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উক্ত চরটিকে রোজ হাব তৈরির উদ্যোগ গ্রহণে সম্মতি প্রদান করেছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে আধিকারিক এবং সভাপতি রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, প্রান্তিক চাষিদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, রুটি রুজির স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবন ধারণের মান উন্নয়নের লক্ষ্য। উলুবেরিয়া ১ নম্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আরও বলেন প্রত্যেকটি চাষি বৎসারান্তে ১২ হাজার টাকা আয় করতে সক্ষম হবে।

জেনে নিন

বস্তার চাষ আদা চাষ

পরিশ্রম কম, ফলন বেশি। সিমেন্টের বস্তায় বালি মাটি সার ভরে খোলা মুখে আদা লাগানো যায়। আদা তোলার সময় বস্তাকে উপুড় করে ঢেলে দিলেই হল। বস্তা পিছু ৩ ঝুড়ি মাটি, ১ ঝুড়ি বালি, ১ ঝুড়ি গোবর সার, ২৫ গ্রাম ফিউরাডন লাগবে। ভাল করে এক সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। আলাদা বালি ভর্তি টবে তিন টুকরো অঙ্কুরিত আদা পুঁতে দিন। ২০–২৫ দিন পর এই চাড়া গাছ ওই বস্তার খোলা মুখে ৩ জায়গায় লাগিয়ে দিন। বস্তা রোদে থাকবে। ২ মার পর ৪ চা চামচ সর্ষে খোল, আধ চামচ ইউরিয়া দিন। জুন–জুলাই–এ লাগিয়ে ডিসেম্বর–জানুয়ারিতে তোলা যাবে ৩ টে গাছ থেকে ১–১.৫ কেজি ফলন পাওয়া যাবে।

মাটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা জরুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কৃষির সঙ্গে মাটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভারতবর্ষ আজও অবৈজ্ঞানিক কৃষিকাজের পীঠস্থান। ফলের এক ফল সব চেয়ে বেশি ভুগতে হয় মাটিকে। কৃষকরা পরম্পরাগতভাবে কৃষিকাজ করে থাকে। তারা জানেই না যেখানে সে বীজ রোপন করছে সে কি চায়। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষতির মুখে পড়েন কৃষকরা। কোন মাটিতে কোন অনুখাদ্য প্রয়োজন অজানাই থেকে যায় এদেশের কৃষকদের যারা কোটি কোটি ভারতবাসীর মুখে অন্ন যোগানোর দায়িত্বে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন। এরা জানেনই না মাটি পরীক্ষা কি জিনিস।

সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই রাজ্যের ব্লকে ব্লকে তৈরি করা সরকার অনুমোদিত মাটি পরীক্ষাগারগুলি ধুঁকছে মাটির অভাবে। এমনকি রাজ্যস্তরের সরকারি পরীক্ষাগারেও মাটির সংখ্যা নগণ্য। এইসব পরীক্ষাগারে বিনা পয়সায় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও কৃষকরা তাতে আগ্রহী নয়। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে এর একমাত্র কারণ অজ্ঞতা। মা–মাটি–মানুষের সরকার মাটি উৎসব করলেও মাটি পরীক্ষার প্রচারে তেমন আগ্রহী নয়। বাম আমলের ট্র্যাডিশনই চলছে। জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে কৃষি আধিকারিকরা মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব মানলেও মাঠে নামতে তাদের অনাগ্রহ প্রতিদিন ক্ষতি করছে মাটি ও কৃষকের। কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারের পক্ষ থেকে আইন করে মাটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা দরকার। এখন যেমন শারীরিক পরীক্ষা ছাড়া জীবদেহের কোনও চিকিৎসা হয় না তেমনি সরকারের উচিত মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট ছাড়া কৃষকদের কোনও সুযোগ সুবিধা না দেওয়া। গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করে দেখা গিয়েছে তারা প্রাচীন ধ্যানধারণা থেকে বেরোতে নারাজ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে সার, ওষুধ কিনলেও মাটি–পরীক্ষা করে জানতে চায় না তার মাটিতে কি প্রয়োজন আর কি প্রয়োজন নয়। এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে কৃষি, কৃষকের এবং দেশের জৈবচক্রের।

মাটির খাদ্য জানতে তৈরি হচ্ছে ম্যাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা: মাটিতে চাষবাস করতে গেলে মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুদি। মাটিতে প্রায় ১৬ টি অনুখাদ্য থাকে। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মাটিতে কোন কোন অনুখাদ্যের ঘাটতি থেকে তাকে। এই ঘাটতির ফলে সমস্ত প্রাণি জগতের স্তাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই কোন কোন অঞ্চলের কোন মাটিতে কোন অনুখাদ্যের ঘাটতি রয়েছে, সেই ঘাটতি কি করে পূরণ করা সম্ভব, যে সব মাটি ইতিমধ্যে অবক্ষয় হয়ে গেছে সেগুলিকে কিভাবে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অফ এগ্রিকালচারাল সায়েনস–এর যৌথ প্রচেষ্টায় আগামী ৯ এবং ১০ জুন কল্যানীতে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ডঃ বিশ্বপতি মন্ডল ও এই সেমিনার আয়োজক কমিটির সহ সভাপতি ডঃ শ্রীকুমার পাল জানান, এই সেমিনারের আলোচনা থেকে যে তথ্য উঠে আসবে তা মাটির স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখতে ও অনুখাদ্যের অভাবজনিত রোগ জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি ঐ সেমিনারে রাজ্যের প্রায় ১৪ টি জেলার মাটিতে অনুখাদ্যের ম্যাপ প্রকাশিত হবে যা চাষিদের উপকারে লাগবে। সেই ম্যাপ দেখে চাষিরা অনুখাদ্যের প্রয়োগ করে চাষের ফলন এবং ফলনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে।

পুরুলিয়ায় সেরা স্বনির্ভর প্রকল্প সোয়াবিন চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ মে ২০১৭ পুরুলিয়া জেলার মানবাজার–১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত গোপালনগর পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে সোয়াবিন চাষ, প্রসার ও প্রচার প্রকল্পের উদ্বোধন হল। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন গোপালনগর নিউ প্রতিভা সংঘের সদস্যরা। মঞ্চে উপবিষ্ট সকল অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেয় উপস্থিত স্ব–নির্ভর দলের সদস্যরা। স্বাগত ভাষণে স্পেডের সভাপতি মাননীয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন যে স্পেড একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, দীর্ঘদিন ধরে পুরুলিয়া জেলায় স্ব–নির্ভর দল তৈরি, সদস্যদের নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভরশীল করার প্রয়াস শুরু করেছি। এই সোয়াবিন চাষ প্রকল্পে আপনাদের স্বাগত জানাই।

এই প্রকল্প কিভাবে ফলপ্রসূ হবে সে বিষয়ে সকলকে অবগত করেন স্পেডের অতিরিক্ত ডিরেক্টর শুভাশিস দেবনাথ মহাশয়। স্পেডের সম্পাদক তথা ডিরেক্টর বৈদ্যনাথ পাল বললেন কেন আমরা সোয়াবিন চাষ করার কথা বলছি। প্রথমত পুরুলিয়া জেলায় জলের অভাব, এখানে বৃষ্টি নির্ভরশীল চাষ হয়। যে বছর খরা হয় সে বছর চাষ হয় না। কম বৃষ্টিতে বিকল্প চাষ হিসাবে সোয়াবিন চাষ করার উপযুক্ত মাটি এই জেলায় আছে। সোয়াবিনে প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় মানুষকে পুষ্টি জোগাতে সক্ষম। তাই স্পেড পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ এর আর্থিক সহযোগিতায় গোপালনগর পঞ্চায়েত এলাকায় চারটি মৌজার মাটি পরীক্ষা করার পর উৎসাহিত ৭৫ জন স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের এতে জড়িত করেছে। এর সাথে আমরা মানুষকে সোয়াবিন চাষ বিষয়ে উৎসাহিত করবে এরকম সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে। এটি একটি পাইলট প্রজেক্ট। সদস্যাদের প্রশিক্ষণ ছাড়াও বীজ, সার, ওষুধ ও বাজারজাত করার সমস্ত সাহায্য স্পেড করবে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শান্তিরাম মাহাতো তার বক্তব্যে বলেন, পুরুলিয়া জেলার উন্নয়নে সরকার নানা প্রয়াস করে চলেছে। আমাদের রাজ্য কৃষিতে এগিয়ে, কিন্তু ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে আমরা পিছিয়ে তারই সমাধান এই বিকল্প সোয়াবিন চাষ। আপনারা শুনলেন সোয়াবিনের গুণাবলি। এটা একটা আদর্শ খাদ্যশস্য যা মানুষকে পুষ্টি যোগায়। এই এলাকায় সোয়াবিন চাষ হলে আমরা স্বনির্ভরশীল হব। অন্য রাজ্য থেকে এই দানাশস্য আনতে হবে না। আমাদের অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলি থেকে শিশু ও মাকে এই সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে পারব। এই পাইলট প্রজেক্টকে কার্যকরী করতেই হবে। আগামীদিনে আমরা সারা জেলায় এর প্রসার ঘটাবো। আমি এ বিষয়ে আশাবাদী তাই তো স্পেডকে দায়িত্ব দিয়েছি। চাষ আমি দেখতে আসবো।

প্রধান অতিথি মানবাজারের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সন্ধ্যারাণী টুডু বলেন, আমি স্পেডকে এবং পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতোকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা আমার এলাকায় স্বনির্ভর দলের সদস্যদের উন্নয়নের জন্য যে বিকল্প চাষ সোয়াবিন হতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। আমি এই প্রজেক্টের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। আমার দফতরের কোনও সাহায্য প্রয়োজন হলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আবার আপনাদের প্রয়াসের সাফল্য কামনা করি।

স্পেডের কৃষিবিদ রাজ্য কৃষি দফতরের প্রাক্তন (অবসরপ্রাপ্ত) কর্মি অনাথ হালদার সকলকে জ্ঞাত করেন সোয়াবিন চাষ কেন করবেন, কি ভাবে করবেন, তার বাজার। এলাকার গ্রামে গ্রামে চাষিদের সাথে কথা বলে, মাটি পরীক্ষা করে কি ভাবছেন তা সকলকে অবগত করেন। চাষিদের উৎসাহ দেখে তিনি আশাবাদী যে সোয়াবিন চাষ এখানে ফলপ্রসূ হবে।

বিশেষ অতিথি, বিশিষ্ট সমাজসেবী নবেন্দু মাহালি বলেন গোপালনগর পঞ্চায়ত এলাকার স্বনির্ভর দলের সদস্যারা সৌভাগ্যবান, জেলায় ১৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, তার মধ্যে এই পঞ্চায়েতকে বেছে নিয়েছে স্পেড, তাই এই পাইলট প্রকল্পের পূর্ণ সৎ ব্যবহার করবেন এই আশা রাখি। জেলাকে আপনারা পথ দেখাবেন বিকল্প চাষের স্পেড স্বনির্ভর দল নিয়ে

ভাল কাজ করে তা আমরা জানি বলেই সরকার এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছে। এরা বাঁশ শিল্পীদের নিয়ে বলরামপুরে ক্লাস্টারের কাজ করছে তা প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের অডিটর নির্মল পাহাড়ী, গোপালনগর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জয়দেব কর্মকার, অতিরিক্ত প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডি আরডিসি শ্রী মিত্র এবং কর্মাধ্যক্ষ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালক তথা স্পেডের প্রজেক্ট অফিসার প্রশান্ত রক্ষিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাঙ্গলিকী

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মহিলা সম্মেলন

শ্রেয়সী ঘোষ : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের ১৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ১৪ মে (২০১৭) সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। সম্মেলনের আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল হিন্দু নারী ও স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্য। রাজ্য সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে নারী সচেতনতার উপর গুরুত্ব দিলেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের সম্পাদিক প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা। নারীর শিল্প বিষয়ে অভেদানন্দের অবদান বিষয়ে তিনি আলোকপাত করলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কানন বিহারী গোস্বামী স্ত্রী শিক্ষার ধারাবাহিক বিবরণ অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে উপস্থাপিত করলেন। পূর্বসিঁথি সারদা সেবা সঙ্ঘের সভানেত্রী প্রফুল্ল বসু সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন। হিন্দুনারীর শিক্ষার পার্থক্য বিষয়ে তিনি বহু তথ্য জানালেন। বিশিষ্ট অতিথি বর্গের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ড. স্বস্তি মন্ডল, ড. সুমিত্রা চৌধুরী, ড. গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্বোধনী সঙ্গীত 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' পরিবেশন করলেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, সমাপ্তি সঙ্গীত ''একবার বিরাজ গো মা'' পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। মহিলা সম্মেলনের এই আলোচনা চক্রটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ। শুরুতে পুষ্প স্তবকে, অভেদানন্দের প্রতিকৃতি এবং অভেদানন্দ রচিত হিন্দু নারী গ্রন্থ ইত্যাদি উপহার দিয়ে অতিথিদের বরণ করা হয়। সমবেত দর্শক মন্ডলীকে হিন্দু নারী গ্রন্থটি দেওয়া হয়।

বড়িশা 'সমীর গুহঠাকুরতা' জাদু আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড়িশায় সমীর গুহঠাকুরতার সুরম্য আবাসন গৃহের সুসজ্জিত সভাঘরে বড়িশার জাদু আড্ডা চলছে অথচ সমীর গুহঠাকুরতা সভায় উপস্থিত নেই, তা ভাবা যায়না! ঠিক তাই। গত নভেম্বরে সমীর চলে গিয়েছেন অকালে (কবি রত্নেশ্বর হাজরার একটি কবিতার কথা স্মরণ করি, 'আপনার সময় যখন')। তবু চলে গিয়েও রয়ে গিয়েছেন তাঁরই স্থাপিত জাদু আড্ডায়, জাদুকর বন্ধুদের হৃদয়ে, 'নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক' শাখা মাঙ্গলিকীর সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার কাজে— 'তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি'...

সম্প্রতি উক্ত জাদু আড্ডায় সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৩ সালে আড্ডার শুরুর দিনের কথা বললেন। যে ৫ জন জাদুকর এই আড্ডা শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আজও আড্ডার সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত আছেন। তাই তিনি এদিন আড্ডায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের জানালেন এখন থেকে এই আড্ডার নাম হবে 'বড়িশা সমীর গুহঠাকুরতা জাদু আড্ডা'। আড্ডার সভানেত্রী থাকবেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতি স্মৃতিকণা গুহঠাকুরতা। সম্পাদক হবেন সতীপ্রসাদ সরকার, গোরা দত্ত যথারীতি থাকবেন আড্ডার 'রেসিডেন্ট লেকচারার'; প্রধান উপদেষ্টাদ্বয় থাকবেন মানস সিনহা ও সমীর সেনগুপ্ত (পেশায় বাস্তুকার/গভীর জাদুপ্রেমী ব্যক্তি— গুহঠাকুরতা পরিবারের একসঙ্গে অভিভাবকও বটে)। নিয়মিত জাদু আড্ডায় যোগদানের জন্য জাদু আড্ডা সদস্য হবেন সুশীল দে ও অনুপ চক্রবর্তী। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম গুহঠাকুরতা থাকবেন আড্ডার আহ্বায়ক।

এই সাথে আড্ডার 'মিডিয়া পার্টনার' থাকবে ৫০ বছর পার করা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তা। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানালেন, এসবই হল সাম্মানিক পদ— আড্ডার চরিত্র পাল্টাবেন না; অর্থাৎ প্রতিমাসে খালি আড্ডাই চলবে, কোনও মঞ্চে জাদু প্রদর্শনীর চিন্তা থাকবে না— থাকবে না কোনও চাঁদা। 'বড়িশা জাদু আড্ডা' জাদু আড্ডাই থাকবে। আসবে উপস্থিত কেউ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি। এদিন আড্ডার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী অনিল দের গান দিয়ে, তিনি গাইলেন শ্যামল মিত্রর শাশ্বত গান, 'যদি ডাকো এপার হতে'— বিমর্ষতা সমৃদ্ধ হল জাদু আড্ডা (পরে শ্রী দে এদিনকার আড্ডার জন্যে সুনির্বাচিত আরও কয়েকটি গান শোনান)... এদিন আড্ডায় উপস্থিত সকলেই সমীর গুহঠাকুরতার বিষয়ে নিজেদের অনুভূতির কথা বললেন; কেউ কেউ আড্ডায় মাঝে মাঝে যোগদানের মাধ্যমে তাঁদের ভালো লাগার কথাই বললেন— এঁদের কথা থেকেই বোঝা গেল কেন সমীর গুহ ঠাকুরতা স্থাপিত বড়িশা জাদু আড্ডা ১৬ বছরে পা দিল— কে বলেছে সমীর গুহঠাকুরতা চলে গিয়েছেন? (এদিন যাঁরা বক্তব্য রাখলেন তাঁরা হলেন গোরা দত্ত, সতিপ্রসাদ সরদার, সমীর সেনগুপ্ত, এস পাল, সুশীল দে, অনুপ চক্রবর্তী, তপন মিত্র প্রমুখ)। পরে আসরে আসেন আলিপুর বার্তার প্রকাশনী সংস্থা নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। তিনি বললেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীর সদস্য হিসাবে সমীরবাবুর সাথে উপরোক্ত সংগঠনের আত্মিক যোগাযোগের কথা— এই সভাঘরেই বেশ কয়েকবার আলিপুর বার্তার তরুণ তরুণী সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালার কথা। শ্রীমতী গুহ ঠাকুরতাকে বললেন তাঁর সব দরকারেই নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি পাশে আছে— তিনি এখন থেকে মাঙ্গলিকীর সদস্যাও বটে— আগামী দিনে মাঙ্গলিকীর অনুষ্ঠানে তাঁকে আসতে হবে... এদিন বিবিধ জাদুর প্রদর্শনীতে আড্ডা জমালেন গোরা দত্ত ('ইনভিসিবল ডেক'–এর অনবদ্য পরিবেশন) এস পাল ('বৈঠকী ধ্রুপদী মুদ্রার জাদু 'ম্যাট্রিক্স'–এর 'রিভার্স' পরিবেশন; অতি ধীর স্থির ভাবে যথাযথ কথার সাথে সুন্দর পরিবেশন), তপন মিত্র (তিনি দেখালেন নিজের হাতের তৈরি জাদু দন্ডের জাদু। আরও জানালেন, আকশবাণীর একটি প্রতিযোগিতায় ভূমিকম্প নিয়ে লেখায় তিনি পুরস্কার পেয়েছেন— অভিনন্দন!), অনুপ চক্রবর্তী (তাস নিয়ে মনের ম্যাজিক, ভালই), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি 'সিম্বল ইন দি ডেক— বৈঠকী জাদু। আরও দেখালেন প্রয়াত আমেরিকান জাদুকর স্টিভ জুডেকের কাছ থেকে উপহার পাওয়া একটা প্যারিটি ভিত্তিক বৈঠকী জাদু— এই খেলাটি সমীর গুহ ঠাকুরতার খুব প্রিয় ছিল), সুশীল দে (তাস) প্রমুখ। যথারীতি এদিনও আড্ডার 'জননী' তথা সভানেত্রী সকলকে চা–জলপানের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনেই বেঁধে রাখলেন— সমীর গুহ ঠাকুরতার ভাই অসীম গুহঠাকুরতাও 'দাদা'–র দায়িত্ব পালন করলেন— 'সমীরদা' আপনি বড়িশা জাদু আড্ডায় অনুপস্থিত, কে বলল?

আরও : এদিন জাদু আড্ডায় ১১ জন যোগদান করলেন জাদু আড্ডার ফুটবল টিম যেন!...

সি নে মা ঘ র

যুব সমাজের মাদকাশক্তি নিয়ে ছবি 'রাত্রি শেষের তারা'

অজাতশত্রু : 'স্বার্থ' ছবির মাধ্যমে বাংলা ছবির জগতে পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সোমনাথ সেন। বেশ কয়েকটি ছবি তিনি ইতিমধ্যে পরিচালনা করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'রাত্রি শেষের তারা''। তার অন্যান্য ছবির মত এই ছবিটিরও কাহিনীকার পরিচালক স্বয়ং। পারিবারিক গল্প। পিতৃমাতৃহীন বড়দা (অভিষেক চট্টোপাধ্যায়) তার প্রেমিকাকে (সংযুক্তা রায়চৌধুরী) উপেক্ষা করেও বোনের (নবমীতা চট্টোপাধ্যায়) বিয়ে দিতে চান প্রেমিকের (প্রেমজিৎ) সঙ্গেই, ছোট ভাইকে (অভীক) শিক্ষিত করে তুলতে চান। গোল বাঁধল ভাইয়ের প্রেমিকার (প্রেরণা) বাবার দেওয়া প্রস্তাবের সূত্রে। প্রেমিকা রিয়ার বাবা ঘর জামাই করে রাখতে চান মেয়ের প্রেমিক রিজুকে। ফলে দু'য়ের বিচ্ছেদ। রিয়ার অন্যত্র বিয়েও হয়ে যায়। বন্ধুদের উস্কানিতে রিজু মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েন। এই দুষ্প্রাপ্য সব মাদকের কারবাদী লাল বাবা (রাজু বড়ুয়া)। সেই ভাই কিভাবে নিজেকের উদ্ধার করেছে মাদকাশক্তি থেকে; তা নিয়ে ছবির শেষাংশ। সাদামাটা গল্প। কিন্তু পরিচালক সব বিষয়টি গুছিয়ে পরিবেশন করেছেন। তবু দু'একটি বিষয়ের পরিষ্কার বিস্তার থাকা দরকার ছিল। কোনও রকম কাউন্সেলিং ছাড়াই চূড়ান্ত মাদকাসক্ত রিজু যেভাবে মাদক বর্জন করেছেন তা বিশ্বাস্য নয়। যুব সমাজকে বিনষ্ট করার কারবারী লাল বাবার কোনও শাস্তি হল না। ইচ্ছাপূরণের গল্পে রিজু–রিয়ার মিলন অভিপ্রেত ছিল। অল্প বাজেটের ছবি। তাই নামী দামি তারকার ভিড় এ ছবিতে নেই। তবে পরিচালক তার শিল্পীদের দিয়ে ঠিকঠাক কাজ আদায় করে নিয়েছেন। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য গল্পানুগ। চিত্র গ্রাহক পার্থ রক্ষিত এবং সম্পাদক দীপক মন্ডলের কাজ যথাযথ। চন্দন রায় চৌধুরীর সুরে এবং পরিচালকের গীত রচনায় কয়েকটি সুখশ্রাব্য গান রয়েছে ছবিটিতে। আলো নিয়ন্ত্রণের গুরু দায়িত্ব অসাধারণভাবে পালন করেছেন বৈদ্যনাথ বসাক।

আসছে রাহুল রায়ের চমক 'দি মিসটেক'

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতা প্রেসক্লাবে 'দি মিসটেক' ছবির এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক রাহুল রায় ও ছবির অভিনেতা–অভিনেত্রী থেকে প্রযোজক এ সাহা এই ছবিতে এক ঝাঁক নতুন মুখকে পরিচালক সুযোগ দিয়েছে। পাশাপাশি সঙ্গীতা ও ভাস্কর সান্যাল যারা বেশ কিছু ছবিতে ইতিমধ্যে অভিনয় করে নিজেদের পরিচিত করে তুলেছেন। নতুনদের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়ার জন্য পরিচালক এই ছবি তৈরি করেছেন। ছবির গল্প সম্পর্কে তিনি বলেন প্রিয়া একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। যে তার প্রিয় বান্ধবী হিয়ার দাদা রাহুলকে ভালবাসে। লন্ডন থেকে আগত রাহুল হিয়ার জন্মদিনের পার্টিতে প্রিয়াকে ড্যান্স করার সময় প্রথম দেখে এই দেখার পর থেকে প্রিয়ার প্রতি সে একটা টান অনুভব করে বা তার প্রতি ভালবাসা জন্মায়। রাহুল ও প্রিয়া এরা দুজনে একটা মিসটেক করে বসে। যার জন্য ভালবাসার পরিণতি হয় মৃত্যু। কেন এটা ঘটল প্রিয়ার তো বিয়ের দিন পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। টান টান উত্তেজনার মধ্যে ছবি ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়ে যায়। ছবিতে বার্তাও রয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েরা ভালবাসার প্রতি এতটাই অন্ধ হয়ে যায় যার জন্য তারা নির্দ্বিধায় জীবন বিসর্জন দিতেও পিছপা হয় না তারা ভুলে যায় তাদের জীবনের লক্ষ্যটাকে।

বাবা–মাদের একটু সতর্ক হওয়া উচিত, একটু সময় দেওয়া আবশ্যক ছেলে মেয়েদের তাহলে সম্পর্কটার ভিত মজবুত হয়। অকালে সন্তানদের হারাতে হয় না। এই ছবির নায়ক নায়িকা সহিফুল আহমেদ, শিল্প কোলে এবং মৃত্তিকা দাস এই ছবির মাধ্যমে প্রথম বার পর্দায় ব্রেক পেতে চলেছেন। অন্য কুশীলবরা হলেন অরিন্দম চৌধুরী, রাজীব মজুমদার আশিসময় দে ও আরও অনেকে।

কাহিনী — সানন্দা, ক্যামেরায় — সমীর দে, সঙ্গীত — চন্দন রায়চৌধুরী, দিএসকে ফিল্ম —এর ব্যানারে ছবিটি নির্মিত। ছবির শেষ পর্যায়ের শ্যুটিং চলছে কলকাতা ও তার বিভিন্ন পাশ্ববর্তী অঞ্চলে। মে মাসে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা।

গ্যালারি থেকে

কালার অ্যান্ড ক্যানভাসের চিত্র, ভাস্কর্য ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কালার অ্যান্ড ক্যানভাস গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় তাদের দ্বিতীয় সম্মেলক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন দুই চিত্রী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ও সমীর আইচ। প্রদর্শনীতে ছবির সঙ্গে ভাস্কর্য এবং আলোকচিত্রও স্থান পেয়েছিল। পাশাপাশি ছত্রিশজন শিল্পীর শিল্পকর্মের সমাবেশ দেখা গেল গ্যালারির দেওয়ালে। প্রদর্শনীতে প্রশংসাযোগ্য কাজগুলির মধ্যে প্রণবকুমার নন্দীর পেন্সিলে করা বৃদ্ধা এবং তেলরঙে করা আরেক বৃদ্ধার ছবি দুটি অন্যতম। এছাড়া ভারতীয় শৈলীতে করা কৃষ্ণকলি ভূঁইয়ার কাজ ভাল লাগে। সুজিতকুমার সেন গণেশকে নিয়ে একটু অন্য ধারায় ছবি এঁকেছেন। বিজয় রক্ষিতের দুর্গার ছবিগুলি একটু অন্য মেজাজে রচিত। সবিতা মল্লিকের সাদা কালোর ছবিটি নজর কাড়ে। বাপি হালদারের কাজ দর্শককে আনন্দ দেয়। তমালি দাস ফিগারেটিভ ছবিকে একটু অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। ননীগোপাল বিশ্বাস তার বুদ্ধের ছবিতে এক অন্য মাত্রা এনেছেন। ফণিভূষণ জানার একটি ভাস্কর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় বিশ্বাসী শিল্পী সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় তার একটি ছবিতে আধ্যাত্মিক চেতনার সুন্দর বহিঃপ্রকাশ যেমন ঘটিয়েছেন আবার আরেকটি ল্যান্ডস্কেপে তার স্প্যাচুলার কাজের সহজাত দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

প্রতিভার চিত্র প্রদর্শনী

সুমিত সরকার : সম্প্রতি গ্যালারি গোল্ডে প্রতিভা তাদের বত্রিশতম সম্মেলন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্রী অসিত পাল। এছাড়া সম্মান জানান হয় শিল্পী দেবব্রত চক্রবর্তী ও দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রদর্শনীতে পঁচিশজন চিত্রী, একজন ভাস্কর ও একজন আলোকচিত্রীর কাজ দেখা গেল। প্রদর্শনীতে প্রত্যেক শিল্পী তাদের পছন্দ মতো মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। শিল্পীদের মধ্যে যারা প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছেন তারা হলেন তন্ময় মন্ডল। তিনি বর্তমানে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে পেইনটিং নিয়ে পড়ছেন। তার ছবিতে তিনি কিছুটা দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বর্ষীয়ান শিল্পী সি জে অ্যান্টনির করা ল্যান্ডস্কেপগুলি ভাল লাগে। নিবেদিতা দাশগুপ্তের অ্যাক্রেলিক করা মা সারদার প্রতিকৃতিটি উল্লেখযোগ্য কাজ। ভারতীয় রীতির ছবি নিয়ে কাজ করেছেন টুলটুল মালাকার ও কৃষ্ণকলি ভুঁইয়া। দুজনের কাজে ভারতীয় শৈলীর নিজস্বতার আভাস পাওয়া যায়। স্বপনকুমার ডিংগালের সিটিস্কেপ নজর কাড়ে। সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় সবসময়েই দু ধরনের মাধ্যমে তার দুরকমের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনায় তিনি পেন ইংকে একটি সুন্দর কাজ এখানে রেখেছেন। আবার খুব যত্ন সহকারে পেন ইংকের সঙ্গে হালকা ওয়াশের ব্যবহারে একটি গাছের অনবদ্য ছবি এঁকেছেন। এছাড়া শ্যাচুলার ব্যবহারে একটি দৃষ্টিনন্দন ল্যান্ডস্কেপ করেছেন।

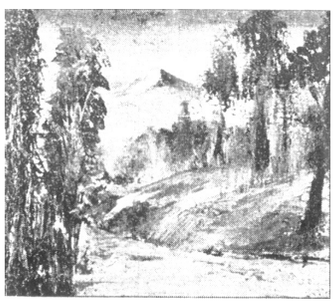

অভিভাবকত্বের লড়াইয়ের ছবি 'পোস্ত'

তিন প্রজন্মের মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন প্রত্যক্ষ করলেন

শঙ্কর ঘোষ

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় এই পরিচালক জুটি বরাংবার দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাদের ছবিগুলিকে নিত্যনতুন বিষয় ও সমস্যাকে উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে। প্রথম ছবি 'ইচ্ছে' থেকে শুরু করে হালফিলের 'পোস্ত' পর্যন্ত সব কটি ছবিই মনকে টানে। বাঙালির হৃদয়স্পর্শ করে। অন্য প্রদেশের ছবি থেকে টুকলি এরা করে না, সুস্থ ভাবনার আর মৌলিক চিন্তার খোরাক পাওয়া যায় এদের ছবিতে। এই জুটির ছবিতে বাচ্চাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ইচ্ছে থেকে শুরু পরে অ্যাক্সিডেন্ট, রামধনু, প্রাক্তন প্রভৃতি ছবি গুলিতে বাচ্চারা নজর কাড়ে। অ্যাক্সিডেন্ট বা রামধনুতে শিবপ্রসাদ নিজেই নায়ক, ছবি দুটি তেমন ভাবে না চললেও, বাচ্চাদের দিয়ে অভিনয় বার করে নিতে এই জুটি সিদ্ধহস্ত। 'পোস্ত' ছবিতে প্রতিটি শিল্পীকে দিয়ে যে অভিনয় এরা বার করে নিয়েছেন তা এক কথায় অপূর্ব। প্রথম দিকে গুরুজি তথা নায়কের বাবার চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রয়োজনের তুলনায় রুক্ষ লেগেছে। সন্তানকে অপদার্থ, স্ট্রেন, মেরুদন্ডহীন এসব বিশেষণে তিনি সন্তানের মান ও মনকে বিপর্যস্ত করেছেন, সেই সৌমিত্র কোর্টের ভিতরে শেষের দিকে যখন নাতির স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্য কান্নায় ভেঙে পড়েন, তা দর্শকদেরও কাঁদায়। গাড়ির থেকে নেমে নায়ক অনু রূপী যীশু সেনগুপ্ত যেভাবে বাবার মুখোমুখি হন, সে অভিনয় দীর্ঘদিন মনে থাকবে। পিতা পুত্রের দ্বন্দ্বের নায়িকা মিমি চক্রবর্তী ডাইনিং রুমে তার অসহায়ত্বের যে অভিনয় দেখান তাও মনে থাকবে অনেকদিন। তুলনায় নায়কের মায়ের চরিত্রে লিলি চক্রবর্তী তেমন সুযোগ পাননি বা যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন তা মন ছুঁয়ে যায় না। যুযুধান দুই উকিলের চরিত্রে পরান বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোহিনী সেনগুপ্ত আদালত পর্বকে জমিয়ে রেখেছেন। বাবুল সুপ্রিয়, সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিতা, কমলিকা চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়েছেন। অনুপম রায়ের সুরে শিল্পীর নিজের গাওয়া 'জোনাকি' গানটি বেশ লেগেছে। 'খর বায়ু বয় বেগে' গানটির প্রয়োগ নাটক গড়ার ক্ষেত্রে কার্যকরি হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে আদালত পর্ব, তা যাতে দর্শকদের বিরক্তির কারণ না হয়, সেদিকে পরিচালপ জুটির পাশাপাশি সম্পাদকও সজাগ ছিলেন। চিত্রগ্রহণের কাজও সুন্দর। বর্তমান কালের এক জ্বলন্ত সমস্যাকে তুলের ধরার জন্য পরিচালক জুটি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

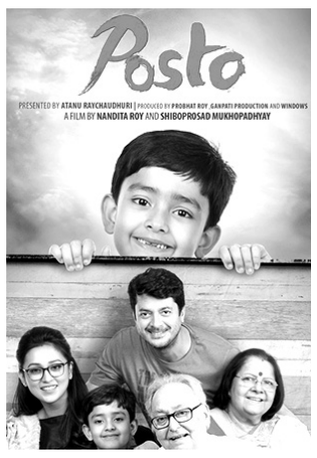

রহস্য রোমাঞ্চে ভরা 'বাজী'

গুড়িয়া দত্ত : সম্প্রতি দমদম সিঁথির মোড়ে 'বাজী' ছবির এক প্রস্থ শ্যুটিং হল, এর সঙ্গে সঙ্গে ছবির কাজ শেষ হল। এটা একটা সম্পর্ণ ভিন্ন স্বাদের ছবি। অসামের পুলিশ অফিসার অর্জুন সিং একটি ডাকাতি কেসে সাসপেন্ড হয়ে দুজন ক্রিমিনাল সুইটি আর প্রিন্সকে ধরার জন্য কলকাতায় আসেন।

এদিকে শহরের এক ঘুষখোর মুখোশধারী নেতা শুভঙ্কর নাথের বিরুদ্ধে চারজন সমাজের সচেতন প্রতিষ্ঠিত নাগরিক (একজন পরিচালক, একজন ক্রিকেটার, একজন শিক্ষক ও একজন উকিল) সাক্ষী দেওয়ার জন্য আর্মি দেয়। তারা যাতে সাক্ষী না দিতে পারে তার জন্য শুভঙ্কর রায় সুইটি আর প্রিন্স দুজন ক্রিমিন্যাল তাদের খুন করতে নিয়োগ করেন। শেষ পর্যন্ত তারা কি খুন করতে সফল হবে না অর্জুন সিং ওদের গ্রেফতার করতে পেরে অপরাধ দমন করে তার সম্মান উদ্ধার কাজটি জিততে সমর্থ হবে কি? এই নিয়ে টানটান গল্প এগিয়ে যাবে। গ্লাম ফিল্মস নিবেদিত সঞ্জু ভট্টাচার্য প্রযোজিত অরিন্দম গোস্বামী নির্দেশিত ছবিতে অভিনয়ে আছেন, জিয়ান বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপসা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল দত্ত, অমিত দাস, প্রণব সেনগুপ্ত, দীপিকা ঘোষ, আশালতা ভৌমিক, সুব্রত ঘোষ, রাখী শাহ, সঞ্জু এবং একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে সাংবাদিক শুভঙ্কর ঘোষকে।পরিচালক অরিন্দম বলেন, ছবির গল্পচর্চা ভাল একটু অন্য ধরনের কিছুটা বাস্তবের পটভূমিকায়। নায়ক নায়িকা ছাড়া প্রায় সবাই নতুন। তাই কাজটা একটু চ্যালেঞ্জ পূর্ণ ছিল।প্রযোজক ও কাহিনীকার সঞ্জু ভট্টাচার্য ছবি সম্পর্কে বলেন, সবসময় একটু আলাদা ধরনের গল্প লিখতে পছন্দ করি। আশাকরি সবার ভাল লাগবে। পরিচালক ঠিকঠাক কাজটা করেছে। টিমের সবাই মন প্রাণ দিয়ে কাজটা করেছে। আশাকরি দর্শন খুবই উপভোগ করবে। জুন মাসের শেষদিকে মিউজিক বাংলায় এই ছবি দেখা যাবে। অমিত দাস ক্রিকেটারের ভূমিকায় অভিনয় করে দারুণ উৎসাহিত তেমনি ডিরেক্টারের চরিত্রে প্রণব সেনগুপ্ত বলেন ভাল কাজ করেছি। দারুণ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। মজা করে কাজটা করেছি। সুব্রত ঘোষ ছবিতে উকিলের চরিত্র করে বলেন, আমরা প্রথম কাজটা করে দারুণ উপভোগ করছি। দীপিকা প্রণবদার বোনের চরিত্র করে আমি দারুণ এক্সাইটেড। খুব ভাল কাজ হয়েছে। রাখী এই ছবিতে আমি শিক্ষিকার ভূমিকায় প্রথমবার অভিনয় করে বেশ এক্সাইটেড।নায়ক ডিফোন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন বাজী ছবিতে আমার অ্যান্টি হিরো মানে নেগেটিভ চরিত্রে প্রথম কাজ করে বেশ লাগছে। অভিনয়ের স্কোপ পেয়ে কাজে লাগানোর প্রয়াস করেছি। নতুনরা সবাই ভাল কাজ করেছে। ভিলেনের চরিত্রে শুভঙ্করদা অসাধারণ। নায়িকা রূপসাও দারুণ কাজ করেছে। অরিন্দমের ডিরেকশনও দারুণ। সব মিলিয়ে 'বাজী' একটা উপভোগ্য ছবি হয়ে উঠবে।

রূপসা বলেন, নেগেটিভ চরিত্রে কাজ করলাম, কাজটা বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল, চেষ্টা করেছি। প্রথমবার কুয়াশায় সাইকো কিলার ছিলাম, এখানে কিলারের ভূমিকায়। সঞ্জুদার গল্প বরাবরই আলাদা ভিন্ন স্বাদের হয়ে থাকে। সবাই চেষ্টা করেছে কাজটা খুব ভাল হয়েছে। এই ছবিতে সঙ্গীতের সুর করেছেন ইসরান, ক্যামেরায় ডন।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে দাদার মতো জার্সি ওড়াতেই পারেন বিরাট

অরিঞ্জয় মিত্র

ফের একটা বিশ্বযুদ্ধের মহড়ায় টিম ইন্ডিয়া। তাও আবার ইংল্যান্ডের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আইপিএলের চূড়ান্ত অফ ফর্মে থাকা বিরাট কোহলির নিজেকে বিশ্বমঞ্চে মেলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ তো বটেই। কোহলি দুনিয়ার যেখানেই সফল হোন না কেন, ইংল্যান্ডের মাটিতে তাঁদের অতীত পারফরম্যান্স অত্যন্ত নিম্নমানের। তার ওপর এবার আবার অধিনায়ক বিরাটের পদার্পণ ঘটেছে সেক্সপিয়রের দেশে। প্রস্তুতি ম্যাচ থেকেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে টিম কোহলি। তার জন্য প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে অভিনব কায়দায়। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা হবে সাদা বলে। যাতে মারাত্মক সুইং হয় একথা অন্তত কোনও শত্রুও বলতে পারবেন না। অথচ বল সুইং না করলে কী হবে, গ্রীষ্মের আধা মেঘলা আবহাওয়া বলের মুভমেন্ট ঘটাতে কতটা সাহায্য করে তা তো মোটের ওপর সকলেই জানেন। সেজন্য বিরাটবাবু এক অদ্ভুত কায়দার প্রয়োগ ঘটালেন। সেই সূত্র অনুযায়ী লাল বলে যতই খেলা হোক ভারত অনুশীলন সারছে সুইংয়ের জন্য বিখ্যাত লাল কোকাবুরা বলে। বলাবাহুল্য এতে যে ভারত বাড়তি অ্যাডভান্টেজ পেল তা স্বীকার করছেন সকলেই। এখন দেখার প্রস্তুতি পর্ব শেষ পর্যন্ত কতটা ফল দেয় ভারতের পক্ষে। তবে বিরাটকে জোর টক্কর দেওয়ার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই রাখছেন তাঁর আইপিএল সতীর্থ ডিভিলিয়ার্সের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা। যাঁরা প্রস্তুতি ম্যাচে হোস্ট ইংল্যান্ডকে একপেশে ম্যাচে উড়িয়ে দিল। একটা সময় আগুনে প্রোটিয়া পেসার রাবাদার সৌজন্যে মাত্র ২০ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল ইংল্যান্ড। ভারতও অবশ্য তাঁদের প্রস্তুতি পর্ব ভালোভাবে শুরু করেছে। রান পেয়েছেন স্বয়ং কোহলি। এখন যেভাবে টিম ইন্ডিয়া এগোচ্ছে তাতে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া হয়ে উঠতে পারে টিম বিরাটের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারত দেশের মাটিতে (কিছুটা বিদেশেও বটে) পরের পর সাফল্য পেয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাঁদের দেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে একের পর এক জয় কোহলির অধিনায়কত্বকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। সেই বিরাট কিনা আইপিএলে ডাহা ফেল করেছেন। অথচ বেঙ্গালুরুর মতো শক্তিশালী ব্রিগেড খুব কমই ছিল এবারের আইপিএলে। বেঙ্গালুরু রয়াল চ্যালেঞ্জার্স। কে নেই তাদের দলে। খোদ ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অধুনা সুপার স্টার বিরাট কোহলি, টি-২০ বিশ্বজয়ী ক্রিস গেইল, বিশ্ব ক্রিকেটে বোলারদের ত্রাস বলে পরিচিত ডেভিলিয়ার্স এবং আরও অনেকেই। অথচ সেই বেঙ্গালুরুও আইপিএলে রীতিমতো খাবি খেয়েছে। অধিনায়ক কোহলি ও সহ-অধিনায়ক ডিভিলিয়ার্সের মধ্যে মতানৈক্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন অনেকেই। ক্রিস গেইলও ছিলেন কুৎসিত ফর্মে। ফলে বেঙ্গালুরু এবারের আইপিএলের লাস্ট বেঞ্চার্সহয়ে উঠেছে। আইপিএলের এই ব্যর্থতাকে ঝেড়ে ফেলে কোহলি ফের তাঁর অধিনায়কত্বের ক্যারিশমা দেখাতে চাইছেন এই বিশ্ব ক্রিকেটের মঞ্চে। ওয়ান-ডে মাস্টার্স হিসেবে ধোনি, রায়না, যুবরাজ, রোহিত, জাদেজা কে নেই টিম কোহলিতে। তাঁর ওপর বোলিং অ্যাটাকে মহম্মদ সামি আহমেদের প্রত্যাবর্তন ভারতীয় বোলিংকে আলাদা মাত্রা দিচ্ছে। এর সঙ্গে ভুবনেশ্বরের সুইং বোলিং ভারতের পক্ষে আলাদা জায়গা তৈরি করে দিতে পারে। এমনটাই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বের যেমন অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায় তেমনই বাংলার মহারাজের মতোই বীরু পুরো দলের মধ্যে একতা গড়ে তুলতে একসঙ্গে থাকার ওপর জোর দেন প্রথম থেকেই। তাই তো হঠাৎ করেই রেস্তোঁরায় চলে যান সহ-খেলোয়াড়দের নিয়ে খাওয়া দাওয়া করতে। ইংল্যান্ডে যথারীতি তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এক্ষেত্রে খাওয়ার বিলটা মেটাচ্ছেন বিরাট স্বয়ং। কোহলিতে মোহিত নন এমন ক্যান্ডিডেট এই ভারতীয় টিমে একজনকেও খুঁজে পাবেন না। শুধু তাই নয়, ম্যাঞ্চেস্টারে জঙ্গি হানার পর যতই সতর্কতা থাকুক না কেন, লন্ডন বা লিডসের রাস্তায় হঠাৎ করে যদি বিরাট বেরিয়ে যান তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বস্তুত এখানেও পূর্বসূরী সৌরভের সঙ্গে তাঁর দারুণ মিল। এই বিরাটের নেতৃত্বে যদি টিম ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে নেয় তবে কোহলিকে দাদার মতো জার্সি খুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পর্যন্ত দেখা গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছে কোন্নগরের দীপান্বিতা বেরা

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি দিল্লিতে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পেল কোন্নগরের মেয়ে দীপান্বিতা বেরা। দশ বছর আগে দীপান্বিতার বাবা প্রদীপ বেরা আর পাঁচটা মেয়ের বাবার মতই নিজের মেয়েকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেন। চেয়েছিলেন মেয়ে ভালো করে গান শিখুক। কিন্তু ভাগ্যে হয়ত অন্য কিছু লেখা ছিল। দীপান্বিতা গান ছেড়া ক্যারাটে শিখতে শুরু করে। এর পরেই পরিবর্তন আসে তার জীবনে।

২০০৮ সালে মাত্র নয় বছর বয়সে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুটো ব্রোঞ্জ লাভ করে সে। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি তাকে। ২০১০ সালে কলকাতায় আয়োজিত জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা, পরের বছর ব্রোঞ্জ (২০১১ সাল), মুম্বইতে জাতীয়স্তরে (২০১২ সাল) ২টি সোনা ও ২ টি ব্রোঞ্জ, জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় (২০১৩ সাল) ব্রোঞ্জ পদক এইরকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে দীপান্বিতার ঝুলিতে। এই নয় বছরের মধ্যে। শুধু জাতীয় স্তরেই নয় আন্তর্জাতিক স্তরের বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় (২০১৩ - ২০'৪) সালে থাইল্যান্ড, নেপালের মত বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে কঠিন লড়াই করে ২টি সোনার পদক মাভ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে দীপান্বিতা।

এই বছর দিল্লিতে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক লাভের পাশাপাশি কলকাতায় আয়োজিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ২ টি সোনার পদক লাভ করে সে। ক্রীড়াক্ষেত্রে এই অসামান্য পারদর্শিতা ও কৃতিত্বের জন্য দীপান্বিতা ২০১৫ সালে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পায়। হুগলি জেলার জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে ডো - অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গলের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের অধীনে প্রশিক্ষণরতা ১৮ বছরের দীপান্বিতা এই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত হতে চলা কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহনের সুযোগ পেয়েছে। এই অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে দীপান্বিতার পরিবার, প্রশিক্ষক সকলেই খুব খুশি। বর্তমানে সে কোন্নগর নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয় থেকে এই বছর উচ্চ - মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তার বাবা প্রদীপ বেরা একটি রেষ্টুরেন্ট চালায়। পরিবারে রয়েছে মা অনিতা বেরা গৃহবধূ ও এক দিদি সুমনা বেরা পেশায় উকিল। কার্টুন সিনেমার ভক্ত দীপান্বিতা ভবিষ্যতে আর্কিটেক্ট হতে চায়।

ফিফা অনুর্দ্ধ-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের দিন গণনা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে আগামী ৬-২৮ অক্টোবরে আয়োজিত হতে চলা ফিফা অনুর্দ্ধ-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের দিন গণনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। একইভাবে অনুরাগীদের মধ্যে ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও বাড়ছে। বিশ্বকাপ জয়ী স্পেনের কিংবদন্তী ফুটবলার কার্লোস পুয়োল-এর উপস্থিতিতে এই প্রতিযোগিতার টিকিট বিক্রিও অনলাইনে শুরু হয়েছে। ভারতে আয়োজিত বিশ্ব ফুটবলের এই প্রথম মহাযজ্ঞে আরও একটি মাইলফলক যুক্ত হতে চলেছে। জাতীয় রাজধানী নয়াদিল্লির একেবারে কেন্দ্রস্থলে আজ এক মিনি ফুটবল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

নয়াদিল্লির কনট প্লেসে আয়োজিত এই উৎসবে উপস্থিত থাকছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বিজয় গোয়েল, মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং ও তারকা বক্সার বিজেন্দর সিং। এখানে একটি বড় আকারের ফুটবল অনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে, যা আসন্ন বিশ্বকাপকে নিয়ে কৌতুহল আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে তুলবে।

বীরেন সিং নিজে একজন ফুটবলার ছিলেন এবং এই উৎসবে অংশ নিতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে ক্রীড়ামন্ত্রী বিজয় গোয়েল দেশের ছয়টি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের খেলা আয়োজন করা হচ্ছে, তা পর্যায়ক্রমে পরিদর্শনে গিয়ে, সেখানকার কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করছেন। উদ্দেশ্য হল, সুষ্ঠুভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করা এবং খেলোয়াড় ও মাঠে উপস্থিত ক্রীড়াপ্রেমীদের সেরা সুযোগ-সুবিধা প্রাদন সুনিশ্চিত করা। ক্রীড়ামন্ত্রী ইতিমধ্যেই কোচি, কলকাতা ও মুম্বাইয়ের স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেছেন। শীঘ্রই তিনি কাজকর্মের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে গুয়াহাটি যাবেন।

ফিফা অনুর্দ্ধ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল আগামী ৬ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে। প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ ২৮ অক্টোবর কলকাতায় বিবেকানন্দ যুবভারতী স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই প্রথমবার ভারতে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফা-র বিশ্ব পর্যায়ের কোনও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।

দেশে ফুটবলের প্রতি আগ্রহ, উৎসাহ ও কৌতুহল আরও বাড়াতে সরকার মিশন ইলেভন মিলিয়ন' কর্মসূচি শুরু করেছে। উদ্দেশ্য হল, ১ কোটি ১০ লক্ষ শিশুকে ফুটবল খেলার সঙ্গে যুক্ত করা। এই পদক্ষেপ দেশে ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রসারে সাহায্য করবে এবং সম্ভাবনাময় শিশুদের যথাযথ ফুটবলার হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পাওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে।

ফুটবলারদের জামাই আদর এখন অতীত

কমল নস্কর : একসময় ফুটবলারদের আদর ছিল জামাইষষ্ঠীর জামাইবাববাজীবনদের মতো। বিশেষ করে ফুটবল মক্কা বলে ভারতে পরিচিত কলকাতার অলিগলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন শুধই ফুটবল। অথচ সেই ফুটবলের অবস্থাই আজ এখানে দুয়োরাণীর মতো। ক্রিকেটের দাপটে ফুটবলের যে এই দুরাবস্থা এই যুক্তিটাই উঠে আসছে সামনে। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, প্রোমোটারদের কোপে জমির আকালও ফুটবলের কৌলিন্য হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। তাও সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালোর ইঙ্গিত অবশ্যই রয়েছে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। এর সঙ্গে যোগ করতে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও।

বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে আরম্ভ হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। বাংলার দলগুলোই এই লড়াইয়ে খানিকটা পিছিয়ে। তাও মোহনবাগান গত ৩-৪ বছর সাধ্যমতো লড়াই তুলে ধরলেও ইস্টবেঙ্গল কিন্তু ডাহা ফেল। এই জায়গাতে মনোনিবেশ করতে হবে বাংলার তামাম ফুটবল কর্তা তথা ফুটবলপ্রেমীদের। চিরিচ মিলোভানের জমানায় ভারতের ফুটবল শেষবারের মতো নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিল। তারপর কেটে গেছে প্রায় ৩০-৩২ বছর। এতগুলি বছর পর ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যে আশার সঞ্চার ঘটেছে তা ধরে রাখাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

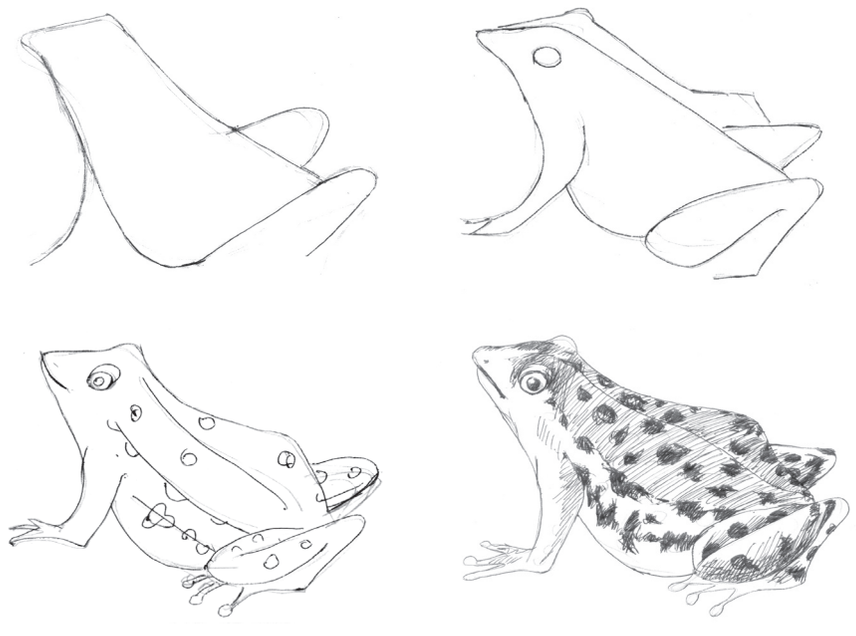

ধাঁধা

পাঁচ অক্ষরের নাম তার
দুর্যোধনের ভাই
প্রথম দু অক্ষরে যার
বীর বিক্রম পান্ডব ভাই
মাঝের তিন অক্ষর ছাড়লে
পাবে এক উত্তর তাই
চটপট বলে ফেল সবাই
বিক্রমকে পাবে পান্ডবকে ছাড়লেই।

ধাঁধা পাঠিয়েছেন মেখলা সরকার

গত সংখ্যার উত্তর : সন্দেশ

উত্তর পাঠাও এসএমএস বা হোয়াটসঅ্যাপের-এর মাধ্যমে ৩ জুন থেকে ৯ জুন-এর মধ্যে ৯০৬২২০১৯০৬ এই নম্বরে। পাঠাতে পার আমাদের ইমেল আইডিতে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না। তোমরাও ধাঁধা পাঠাতে পার।

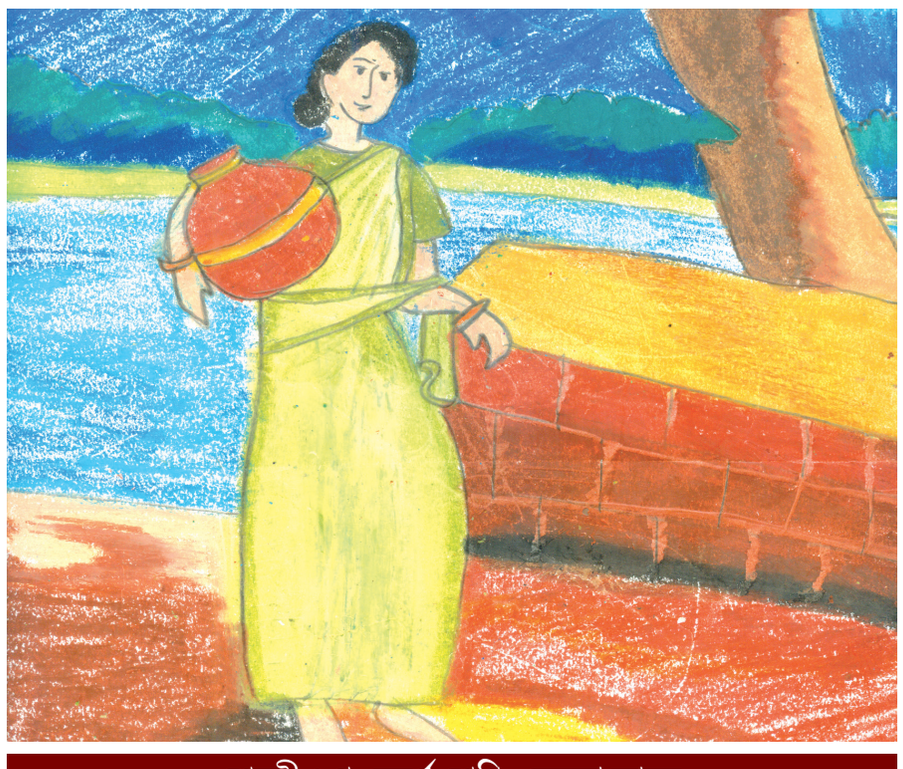

শ্রেয়সী গুপ্ত, চতুর্থ শ্রেণি, চেতলা আসর

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com